সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক

কালের আলো

KALER ALO ■ PRGI No. TRBEN/25/A0016 ■ Vol-3 ■ Issue-331 ■ Tuesday, 9 June, 2026 ■ মঙ্গলবার, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ■ ৮ পৃষ্ঠা ■ মূল্য- ৩ টাকা

■ পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী সোমবার নয়াদিল্লিতে ইন্ডি জোটের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, মমতা ব্যানার্জী, অখিলেশ যাদব সহ বিরোধী শিবিরের বিভিন্ন দলের নেতৃত্বরা।

রেললাইনে শেষ হল রাজুর জীবনের পথচলা

কালের আলো প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দ্রুতগতির একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ভোরে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি আত্মহত্যার ঘটনাতা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে স্থানীয় জনগণ ও পুলিশের মধ্যে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম রাজু মিয়া (৩৫)। তাঁর বাড়ি সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত নোনতাই ছড়া এলাকায়। তবে বিয়ের পর গত আট-নয় বছর ধরে তিনি উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার ভোর চারটা নাগাদ অসম-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী এলাকায়, ত্রিপুরায় প্রবেশের মুখে একটি ডাউন বিসিএন পণ্যবাহী ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন রাজু মিয়া। ঘটনার সময় এলাকাটি প্রায় জনশূন্য থাকায় কেউ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না বলে জানা গেছে।

সকাল প্রায় ছয়টা নাগাদ স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার নজরে আসে রেললাইনের পাশে পড়ে থাকা মৃতদেহ। এরপরই খবর দেওয়া হয় চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং তদন্ত শুরু করে।

স্থানীয়দের দাবি, রাজু মিয়া দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। পাশাপাশি বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর একাংশের। সেই কারণে ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রেললাইনের পাশে ঘোরাফেরা করার *পাঁচের পাতায় দেখুন*

কেন্দ্রকে ঘিরে ইন্ডি জোটের

পাঁচ দফা আক্রমণ

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : ভোট লুট, ভোট চুরি ও এসআইআর নিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতিকে দ্রুত চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল 'ইন্ডি' জোট।একই সঙ্গে নিট ও সিবিএসই পরীক্ষায় লক্ষাধিক পড়ুয়ার সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষকদের ও জনমুখী সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়েছে ইন্ডি জোট।

সিদ্ধান্ত হয়েছে, মঞ্চের দলগুলি প্রতি দু'মাস অন্তর বৈঠকে বসবে এবং আগামী আগস্টে হায়দরাবাদে পরবর্তী বৈঠক হবে। এ ছাড়া, বাদল অধিবেশন চলাকালীন প্রতিদিন সকালে মল্লিকার্জুন খাড়গের দফতরে সংসদীয় সমন্বয় হবে। বৈঠক শেষে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, '২৫টি দলের উপস্থিতিতে ইন্ডি জোটের বৈঠক শেষ হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতামত জানিয়েছেন এবং তার ফলস্বরূপ আমরা পাঁচটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। আমরা একমত হয়েছি যে, আমরা এই বিষয়গুলোর জন্য লড়াই করব, সেগুলোর ওপর কাজ করব এবং এগিয়ে যাব।' মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেন, 'এসআইআর, ভোট লুট এবং নির্বাচন চুরির বিষয়ে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে একটি চিঠি পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। চিঠিটি খুব শীঘ্রই দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষামন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানানোর বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, কারণ তিনি নিট এবং সিবিএসই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ যুবকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।'

এদিকে, ইন্ডি জোটের বৈঠকের আগে দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও গোল চত্বরে কংগ্রেস এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে পোস্টার পড়েছে। পোস্টারগুলিতে বিরোধী শিবিরেরই কয়েক জন শীর্ষ নেতার অতীত মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্টালিন এবং আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পোস্টারগুলিতে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁদের বিভিন্ন মন্তব্যকে সামনে আনা হয়েছে। তবে কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থায়ী চাকরির আশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষা

মানববন্ধনে শিক্ষকদের নীরব আর্তনাদ

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। রাজ্যের স্কুল কম্পিউটার শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া পূরণের দাবিতে সরব হল অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার রাজধানী আগরতলায় সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচিতে সংগঠনের পাশে দাঁড়ায় ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) এবং ত্রিপুরা ঠেকা মজদুর সংঘ। মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে কম্পিউটার শিক্ষকদের দাবি পূরণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো আবেদন জানানো হয়। একইসঙ্গে দাবি না মানলে আগামী দিনে রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর গণ আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী কম্পিউটার শিক্ষকদের মূল দাবি ছিল অবিলম্বে ৩৬৫ জন স্কুল কম্পিউটার শিক্ষককে নিয়মিত করা এবং বাকি শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা দূর করার দাবিও উত্থাপন করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির ভারপ্রাপ্ত মহামন্ত্রী তপন কুমার দে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা *পাঁচের পাতায় দেখুন*

বোলেরোতে বাসের ধাক্কা ঘায়েল দুই

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ জুন ।। ফের পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল মন্দির নগরী উদয়পুর। সোমবার গোমতী জেলার রাধাকিশোরপুর থানাধীন বাগমা মহাদেব মন্দির সংলগ্ন এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুইজন আহত হন। আহতদের মধ্যে এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আগরতলা থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস (নম্বর-টিআর০১সি১৪২১) বাগমা মহাদেব মন্দিরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালবোঝাই বোলেরো গাড়িতে *পাঁচের পাতায় দেখুন*

মাছের পোনা বিক্রির আড়ালে

কাঁটাতারের ফাঁক গলানোর চেষ্টা ধরা ৩ বাংলাদেশি

কালের আলো প্রতিনিধি, কদমতলা, ৮ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বজেন্দ্রনগর এলাকা থেকে তিন বাংলাদেশি নাগরিক এবং এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে তাঁদের কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মানব পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত আইনে মামলা রুজু করে চারজনকেই সোমবার ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে।

পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দিনের বেলায় বজেন্দ্রনগর এলাকার কাঁটাতারের বেড়ার সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় টহলরত রানীবাড়ি বিওপির অধীন বিএসএফের ৯৭ ব্যাটালিয়ানের 'সি' কোম্পানির জওয়ানরা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে। পরে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী এলাকা থেকে জনৈক ভারতীয় অটোচালককেও আটক করা হয়।

আটক বাংলাদেশি নাগরিকরা হলেন লিটন মিয়া (৩৭), পিতা- মাহমুদ মিয়া, বাড়ি শ্রীমঙ্গল জেলা, বাংলাদেশ, সবুজ মিয়া (২৫), পিতা- চাঁন্দ মিয়া এবং অপরজন সায়েল মিয়া (৩০), পিতা-আয়াজ উল্লাহ। উভয়ের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলা, বাংলাদেশ। তাঁদের সঙ্গে আটক হয়েছেন ভারতীয় নাগরিক মানিক রায় (৪২), পিতা- মোহন লাল রায়। তিনি পেশায় অটোচালক এবং পেঁচারথল এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃত তিন বাংলাদেশি নাগরিক প্রায় তিন চার মাস আগে খোয়াই জেলার আশারামবাড়ি ও বজেন্দ্রনগর সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর তাঁরা ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল এলাকায় অবস্থান করে মাছের পোনা বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। *পাঁচের পাতায় দেখুন*

বার ভোটে গণতন্ত্রের কার্ড খেলল কংগ্রেস

প্রচারে সুদীপের জোরালো উপস্থিতি

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে জোরদার হয়েছে নির্বাচনী প্রচার। বিভিন্ন প্যানেলের পাশাপাশি সংবিধান বাঁচাও মঞ্চও তাদের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। সোমবার আগরতলা আদালত চত্বরে অনুষ্ঠিত প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এদিন তিনি আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট প্রার্থনা করেন।

প্রচার কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বার অ্যাসোসিয়েশন কেবলমাত্র আইনজীবীদের একটি পেশাগত সংগঠন নয়, এটি বিচারব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে বার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে এমন ব্যক্তিদের আসা প্রয়োজন, যারা আইনজীবীদের অধিকার ও পেশাগত মর্যাদা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

তিনি আরও বলেন, আইনজীবীদের নানা সমস্যা ও দাবি দীর্ঘদিন *পাঁচের পাতায় দেখুন*

২৫০ কোটির স্বপ্ন, হাতে শূন্যের ঝুলি

আত্মসমর্পণের ঢাক বাজল জোরে পুনর্বাসনের সুর আজও বেসুরো

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নে গাফিলতির অভিযোগ তুলে আগামী ১২ জুন থেকে ৭২ ঘণ্টার রেলপথ ও জাতীয় সড়ক অবরোধ আন্দোলনের ডাক দিল এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-র আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিরা। সোমবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি নেতারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন। ওই চুক্তি অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় নয় মাস অতিক্রান্ত হলেও বাস্তবে কোনও প্রকল্প কার্যকর হয়নি এবং বরাদ্দকৃত অর্থের একটি টাকাও তাঁদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তারা।

■ আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিরা ১২ জুন থেকে ৭২ ঘন্টার সড়ক ও রেল অবরোধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের দাবি, পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় অধিকাংশ পরিবার চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বহু পরিবার অনাহার-অর্ধাহারে জীবনযাপন করছে। তাঁদের অভিযোগ, এই দুরবস্থার কারণে ইতিমধ্যে আটজন আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে জীবন ও জীবিকার স্বার্থে আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান সংগঠনের নেতারা। তাঁদের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১২ জুন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৭২ ঘণ্টাব্যাপী রেলপথ ও জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হবে। আন্দোলনের *পাঁচের পাতায় দেখুন*

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

অনুপ্রবেশের ছায়া

উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা সীমান্ত এলাকায় তিন বাংলাদেশি নাগরিক এবং এক ভারতীয় নাগরিকের আটক হওয়ার ঘটনা নিছক একটি আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়; এটি সীমান্ত নিরাপত্তা, মানব পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং প্রশাসনিক নজরদারির কার্যকারিতা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। বিএসএফের তৎপরতায় চারজনকে আটক করা সম্ভব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই ঘটনায় উঠে আসা তথ্যগুলি আরও গভীর উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে।

তদন্তে জানা গেছে, আটক বাংলাদেশি নাগরিকরা তিন থেকে চার মাস আগে অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর তারা ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল এলাকায় অবস্থান করে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছেকীভাবে বিদেশি নাগরিকরা এতদিন প্রশাসনের নজর এড়িয়ে একটি এলাকায় বসবাস ও কাজ করার সুযোগ পেলেন? স্থানীয় প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে কোনও ঘাটতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং মানব পাচার একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্তের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, বিস্তীর্ণ এলাকা এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে পাচারকারীরা সক্রিয় থাকে। কাঁটাতারের বেড়া এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনা সামনে আসে, যা প্রমাণ করে যে পাচারচক্র এখনও পুরোপুরি নির্মূল হয়নি।

এই ঘটনায় সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো স্থানীয় দালাল বা মানব পাচার চক্রের সম্পৃক্ততার অভিযোগ। তদন্তে উঠে এসেছে, অর্থের বিনিময়ে সীমান্ত পারাপারের ব্যবস্থা করার জন্য আগে থেকেই যোগাযোগ করা হয়েছিল। অর্থাৎ এটি কোনও আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত একটি অবৈধ কার্যক্রম। প্রশ্ন হচ্ছে, এই চক্র কতটা বিস্তৃত? তাদের সঙ্গে আর কারা যুক্ত? সীমান্তবর্তী এলাকায় কি আরও এমন নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা এখন সময়ের দাবি।

অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি শুধু আইন ভঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অপরাধ জগতের বিস্তার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপ্রবেশকারীরা জীবিকার সন্ধানে সীমান্ত পেরিয়ে আসে, কিন্তু সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অপরাধচক্র নিজেদের নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করে। ফলে বিষয়টিকে কেবল মানবিক বা প্রশাসনিক সমস্যা হিসেবে দেখলে চলবে না; এটি একটি বহুমাত্রিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ।

একইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সীমান্তবর্তী এলাকার অনেক সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে পাচারচক্রের প্রলোভনে পা দেন। দ্রুত অর্থ উপার্জনের আশায় কেউ কেউ এই অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ফলে কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সীমান্ত অঞ্চলে কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগও সমানভাবে প্রয়োজন। কারণ শুধু গ্রেপ্তার ও মামলা দিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

বিএসএফের ভূমিকা এই ঘটনায় নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তাদের সতর্কতা না থাকলে অভিযুক্তরা হয়তো সীমান্ত পার হয়ে যেতে সক্ষম হতেন এবং পুরো ঘটনা অন্ধকারেই থেকে যেত। তবে এটাও সত্য যে প্রতিবার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাফল্যের খবরের আড়ালে সীমান্ত ব্যবস্থার কিছু দুর্বলতাও সামনে আসে। সেই দুর্বলতা চিহ্নিত করে দ্রুত সংশোধন করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিদ্যুতের অভাবে মাসের পর মাস দুর্ভোগ নারকেলকুঞ্জের হোম স্টে মালিকদের ডেপুটেশন

কালের আলো প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ জুন।। দীর্ঘদিন ধরে অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবার কারণে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নারকেলকুঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। বিদ্যুতের অভাব এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের খামখেয়ালিপূর্ণ পরিষেবার ফলে মাসের পর মাস অন্ধকারে কাটছে বহু গ্রাম ও পাড়া। এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা।

বিশেষ করে নারকেলকুঞ্জ এলাকার হোম স্টে ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ না থাকায় হোম স্টেতে থাকা পর্যটকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে পারছেন না মালিকরা। লো-ভোল্টেজের কারণে পাখা ঠিকমতো ঘুরছে না, এসি চালানো সম্ভব হচ্ছে না, এমনকি জল উত্তোলনের মোটরও অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ফলে পর্যটকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে এবং এলাকার পর্যটন ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চললেও বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি এলাকার দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বিদ্যুৎ দপ্তর কিছুটা উদ্যোগী হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করলেও তা ছিল অত্যন্ত নিম্ন ভোল্টেজের। ফলে বাস্তবে সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার নারকেলকুঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু বাসিন্দা এবং হোম স্টে অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা গন্ডাছড়া মহকুমা বিদ্যুৎ দপ্তরে উপস্থিত হন। বিভিন্ন এলাকার মোট ১৪ জন প্রতিনিধি বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নতির দাবিতে একটি ডেপুটেশন জমা দেন।

সোমবার সিনিয়র ম্যানেজার অনুপস্থিত থাকায় প্রতিনিধিদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন বিদ্যুৎ দপ্তরের জুনিয়র ম্যানেজার সঞ্জয় রিয়াং। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে নারকেলকুঞ্জ ও আশপাশ এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে দ্রুত স্থায়ী সমাধানের দাবি জানানো হয়।

ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর প্রতিনিধি দল ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মকর্তার মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শেষে জুনিয়র ম্যানেজার সঞ্জয় রিয়াং জানান, এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে মঙ্গলবার একটি নতুন ৬৩ কেভি ট্রান্সফরমার বসানোর কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আরও একটি ১০০ কেভি ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হবে। এই দুটি ট্রান্সফরমার চালু হলে নারকেলকুঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় স্বাভাবিক ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের এই আশ্বাসে প্রতিনিধি দল সন্তোষ প্রকাশ করলেও তারা জানিয়েছেন, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবে কাজের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দেখতে চান এলাকাবাসী। এখন সকলের নজর বিদ্যুৎ দপ্তরের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন করে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে দপ্তর কতটা আন্তরিকতা দেখায়, সেটাই দেখার বিষয়।

আমরা কিশোরী, আমরা দিশারী

।। তুহিন আইচ ।।

সামাজিক আন্দোলন। মিশন সংকল্প- বাল্যবিবাহ ও কিশোরী গর্ভধারণমুক্ত সিপাহীজলা জেলা গড়ার শিশুর শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন-এই তিন স্তম্বের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠছে নতুন সিপাহীজলা জেলা। জেলা প্রশাসন ২০২৪ সালের ১ এপ্রিল শুরু করে ”মিশন সংকল্প”। একটি উদ্ভাবনী, সমন্বিত এবং অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ, যার লক্ষ্য ২০২৭ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত, কিশোরী গর্ভধারণমুক্ত, মাদকমুক্ত এবং বিদ্যালয়-ড্রপআউট মুক্ত সিপাহীজলা জেলা গড়ে তোলা। আজ মিশন সংকল্প শুধু একটি সরকারি প্রকল্প নয়। এটি শিশু অধিকার রক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের এক সফল গণতন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

সমন্বিত উদ্দোগের এক নতুন মডেল মিশন সংকল্পের মূল শক্তি হলো এরকনভারজেন্স মডেল। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর, জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট, শিশু কলাণ কমিটি, চাইল্ডলাইন, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে একই প্লাটফর্মে এনে শিশু সুরক্ষার জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে জেলাপ্রশাসনের উদ্যোগে। জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে টাস্কফোর্স গঠন করে প্রতিটি বুঝুঁকিপূর্ণ শিশুর জন্য দ্রুত হস্তক্ষেপ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ পুনর্বাসন নিশ্চিত হচ্ছে।

প্রতীকী ছবি

সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোড় দেওয়া হয়েছে সব চেয়ে বেশি ফলে এসেছে অভূতপূর্ব সাফল্য। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৪.৩০১টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এসব কর্মসূচিতে ১৫, ৫৭,৩০৬ জন কিশোর-কিশোরী, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া জেলার ২৪৩টি গ্রাম, পঞ্চায়েত বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। বিদ্যালয়ভিত্তিক আলোচনা, কিশোরী সমাবেশ, গ্রামসভা, পথনাটিকা, রাপি, শপথ গ্রহণ, ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ততা এবং সামাজিক প্রচারণার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিরোধী বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সমজেন প্রতিটি স্তরে। ৩১৪টি সম্ভাব্য বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে এই সময়ের মধ্যে।। আশা কর্মী, আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় সম্ভাব্য ঘটনাগুলি দ্রুত শনাক্ত করে প্রশাসন তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহ একজন শিশুর শিক্ষাজীবন, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মিশন সংকল্পের অধীনে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন -এর সহযোগিতায় ”আমরা কিশোরী, আমরা দিশারী” এই কর্মসূচি জেলার কিশোরীদের ক্ষমতায়নের এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোরীদের নেতৃত্ব বিকাশ, জীবনদক্ষতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। আজ বহু কিশোরী নিজেরাই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের দূত হিসেবে কাজ করছে। মিশন সংকল্প উপলব্ধি করেছে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া সামাজিক পরিবর্তন স্থায়ী হয় না। তাই ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর অনান্য সংস্থার সহযোগিতায় ঝুঁকিপূর্ণ কিশোরী ও নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও স্বনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক সাক্ষরতা, ক্ষুদ্র উদ্দোগ গঠন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বহু নারী ও কিশোরী আজ আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেন। মিশন সংকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ”৬ দিনের অনুপস্থিতি সতর্কতা ব্যবস্থা”। কোনো শিক্ষার্থী বৈধ কারণ ছাড়া টানা ছয় দিন বিদালয়ে অনুপস্থিত থাকলে প্রশাসন ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে তার বড়ি পরিদর্শন করে কারণ অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

এই উদ্যোগ বিদ্যালয় ছুট-এর ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি সম্ভাব্য বাল্যবিবাহ আগেভাগে সনাক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্য জীবিকায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বাল্যবিবাহের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে কিশোরী গর্ভধারণের হার কমাতে স্বাস্থ্য দপ্তর, আশা, আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী” এবং এ আর এস এইচ ক্লিনিকগুলিকে যুক্ত করে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ হয়েছে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুষ্টি পরামর্শ, কাউন্সেলিং এবং বুকিপূর্ণ কিশোরীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলে জেলার কিশোরী গর্ভধারণের হার হ্রাসের ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে।

সিপাহীজলা জেলায় মিশন সংকল্পের উদ্ভাবনী ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম ইতোমধ্যেই রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ ভারত সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার ও জনঅভিযোগ বিভাগ আয়োজিত প্রাইম মিনিস্টার্স আওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন-২০২৫ এর ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন লাভ করেছে। এছাড়া-মিশন সংকল্পকে একটি গ্রাসকট গভর্নেন্স ইনোভেশন মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই জেলার জেলা শাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়ালকে দেশের শীর্ষ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল একাডেমি অফ এডমিনিস্ট্রেশন এ রিসোর্স পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তিনি মিশন সংকল্পের সাফল্যের মডেল অন্যান্য রাজ্যের কর্মকর্তাদের সামনে তুলে ধরেন। এটা জেলা তথা রাজ্যের জন্য অন্যতম গর্বের বিষয়। হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং বিভিন্ন স্বাধীন মূল্যায়নকারী সংস্থা মিশন সংকল্পের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করেছে। এরফলে মিশন সংকল্পকে একটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য এবং তথ্যভিত্তিক মডেল হিসেবে গণ্ড করা হয়েছে। জনপ্রিয় জাতীয় প্ল্যাটফর্ম দ্য বেটার ইন্ডিয়াতেও মিশন সংকল্পের সাফল্যের কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। সিপাহীজলার এই সাফল্য অন্যান্য জেলার জন্যও অনুকরণীয় মডেলরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। মিশন সংকল্পের এসওপি, টুলকিট, মেন্টরশিপ ফ্রেমওয়ার্ক, চাইল্ডকেয়ার প্ল্যান এবং কনভারজেন্স মডেল ইতোমধ্যেই অন্যান্য জেলার কাছেও অণুকরণীয় হয়ে উঠেছে। তারাও এই মডেলকে জেলায় কার্যকরী করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমানে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও মিশন সংকল্প মডেল বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। মিশন সংকল্প প্রমাণ করেছে যে প্রশাসনিক উদ্ভাবন, তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, জনসম্পৃক্ততা এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে জটিল সামাজিক সমস্যারও কার্যকর সমাধান সম্ভব। ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণ, গ্রাম পঞ্চায়েত বিদ্যালয়ে বিস্তৃতি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের সাফল্য আজ সিপাহীজল জেলাকে নতুন পরিচয় এনে দিয়েছে প্রতিটি প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের মাধ্যমে একজন শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে প্রশাসনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া, সম্প্রদায়ের সতর্কতা এবং শিশুদের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা। আজ জেলার বহু কিশোরী নিজেকে শুধু একজন শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, বরং একজন ”দিশারী”, অর্থাৎ পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই মিশন সংকল্প শুধু একটি সরকারি উলেগ নয়, এটি সিপাহীজলা জেলার প্রতিটি শিশুর নিরাপদ শৈশব, প্রতিটি কিশোরীর স্বপ্নপূরণ এবং একটি উন্নত, সমতাভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার।

অর্থশাস্ত্রীদের কাছে শ্রমের বাজারের একটি বিশেষ ধাঁধা ফিরে ফিরে আসে

।।বিশেষ প্রতিবেদক।। নিজের কাজকে সিরিয়াসলি নিতে হবে, নিজেকে নয়: কথাটি পেয়েছিলাম নোবেলজয়ী প্রখ্যাত অর্থশাস্ত্রী রবার্ট সোলোর একটি লেখায়। বেশ ভাবিয়েছিল। শিক্ষাজগতে আমাদের চার পাশে ঠিক উল্টোটি দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম কিনা! এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক নাকি মাছের বাজারে দরাদরি করতে করতে সদর্পে বলেছিলেন, “জানো আমি কে? আমি আর্টসের ডিন।” মাছওয়ালার ত্বরিত উত্তর, “আপনি আট সের ডিম কি ষোলো সের, আমার জানার দরকার নেই, এক পয়সা দাম কমাতে পারব না।” এমনধারা দেখেশুনে এতই অভ্যস্ত ছিলাম যে, নিজেকে সিরিয়াসলি না নেওয়াও যে একটি সিরিয়াস অনুশীলনের ব্যাপার হতে পারে, তা মনে হয়নি। পল স্যামুয়েলসনও রবার্ট সোলো সম্পর্কে অনেক কথার মধ্যে বলেছিলেন, “তাঁর আচরণ দেখে মনে হয় যেন কিছুই প্রমাণ করার নেই তাঁর।” অনায়াস বৈদগ্ধে পূর্ণ সেই জীবনে ছেদ পড়ল এ বার। শতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে রবার্ট সোলো প্রয়াত হলেন গত ২১ ডিসেম্বর।

স্যামুয়েলসন প্রয়াত হয়েছেন ২০০৯-এ, ৯৪ বছর বয়সে। রবার্ট সোলো এবং পল স্যামুয়েলসন এক সঙ্গে গবেষণা ও লেখালিখি করেছেন ষাটটা বছর! এমআইটি-তে পাশাপাশি ঘরে ছিল তাঁদের অফিস। দু’জনেই নোবেলজয়ী স্যামুয়েলসন ১৯৭০-এ আর সোলো ১৯৮৭-তে। ওঁদের বন্ধুত্বও যেন কিংবদন্তি, আর সূক্ষ্ম রসবোধ।

সোলোর নোবেল অর্জন আর্থনীতিক প্রবৃদ্ধির তত্ত্বে মৌলিক অবদানের জন্যে। কী দেখিয়েছিলেন তিনি সেখানে? অর্থনীতি কী ভাবে গায়ে-গতরে বাড়ে। এ প্রশ্নের উত্তর সোলোর আগে খুঁজেছেন রয় হ্যারড ও এভসি ডোমার। তাঁরা তত্ত্ব দিয়ে দেখালেন যে, ধারাবাহিক সুস্থায়ী বৃদ্ধি তেমন সুলভ বস্তু নয়। অর্থনীতিতে পুঁজি (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কারখানা ইত্যাদি) ও শ্রমের অনুপাত যদি পরিবর্তনশীল না হয়, তা হলে এক দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আর অন্য দিকে সঞ্চয়-বিনিয়োগ-উৎপাদনের হার যে একে অপরকে মেনে চলবে, তার নিশ্চয়তা নেই। এরা মিলতে পারে এক দুর্লভ সমাপতনের কারণে। যেন ছুরির ফলার উপর দিয়ে গুবরে পোকার হেঁটে যাওয়ার মতো একটু এপাং ওপাং হলেই ঝপাং। ‘নাইফ-এজ’ সমস্যা নামে এর পরিচিতি। সোলো বললেন, তা কেন? ওই পুঁজি ও শ্রমের অনুপাতকে স্থির ধরে নেওয়াতেই অমনধারা হচ্ছে। আঁটসাঁট গাণিতিক যুক্তি এবং প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, সুস্থায়ী বৃদ্ধি সম্ভব, কারণ যন্ত্রপাতির ভাড়া (যাকে বলে ‘রেন্টাল অন ক্যাপিটাল’) আর মজুরির হার ওঠানামা হবে আর সেই মতো পুঁজি ও শ্রমের অনুপাতেও পরিবর্তন হয়ে অন্য হারগুলির সঙ্গে মানিয়ে নেবে। তিনি আরও দেখালেন যে, অর্থনীতিতে বাড়বাড়ন্ত সম্ভব হয় শুধু যে পুঁজির স্ফীতির কারণে তা নয়, পুঁজি ও শ্রমের যৌথ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে, আর সেটি হয় প্রযুক্তির প্রগতির জন্য, যা শুধু পুঁজির স্ফীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থনীতির প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে পরিচিত সোলোর প্রবৃদ্ধির যে মডেল তাঁকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে যায়, তা প্রকাশিত হয় ১৯৫৬-য়। তাঁর বয়স তখন ৩২!

এই লেখায় রবার্ট সোলোর প্রবৃদ্ধির তত্ত্ব নিয়ে নয়, কথা বলব শ্রমের বাজারের বিশেষত্ব, শ্রমিকের ভালমন্দ, বেকারত্ব, কর্মহীনদের জন্যে নগদ হস্তান্তর ইত্যাদি নিয়ে। সোলোর পরবর্তীকালের ভাবনায় এই বিষয়গুলির উপস্থিতি দেখি অনেক বেশি। এই বিষয়গুলি নিয়ে অর্থশাস্ত্রে তেমন সর্বজনমান্য তত্ত্ব নেই। অথচ নীতিচিন্তায় ও আলোচনায় এদের গুরুত্ব কম নয়। এ সব বিষয়ে তত্ত্বায়নের প্রচেষ্টা যে-হেতু সহজে সাফল্যের মুখ দেখে না, তাই মূলধারার তাত্ত্বিক অর্থশাস্ত্রে এদের খানিকটা প্রান্তিক হয়েই থাকতে হয়। তাই সোলোর রচনায় এই সব বিষয়ে গভীর পর্যবেক্ষণগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হলেও মূলধারার তাত্ত্বিক অবদানগুলির মধ্যে সেগুলি আলোচিত হয় না। যেমন তাঁর ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার, দ্য লেবার মার্কেট অ্যাজ আ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন পুস্তিকাগুলি, কিংবা অমর্ত্য সেনের সম্মানে যে প্রবন্ধ সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয় সেখানে তাঁর প্রবন্ধ ‘মাস আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাজ আ সোশ্যাল প্রবলেম’। শিরোনামগুলি থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাঁর ঝোঁকটি ছিল কোন দিকে।

তাত্ত্বিক মতাদর্শের দিক থেকে রবার্ট সোলো ছিলেন কেন্‌স ঘরানার। অর্থাৎ অর্থনীতির স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতায় সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, এ তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না তিনি। বেকারত্বের কথা ঘুরেফিরেই তাঁর লেখায় এসেছে। গত শতকের ত্রিশের দশকের গোড়ায় যে মহামন্দা ইউরোপ আমেরিকার সমাজজীবনকে ওলটপালট করে দিয়েছিল, তা তাঁর মানসপটে গভীর রেখাপাত করে। তিনি সামাজিক রাজনৈতিক মতের দিক থেকেও নিজেকে রাখতেন ‘কেন্দ্রের বাম দিকে’। ফলে আমেরিকার নব্য ধ্রুপদী ঘরানার যে ম্যাক্রোইকনমিক্স, তার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ছিল অনেকটা। রোনাল্ড রেগনের আমলে নব্য ধ্রুপদীদের নীতিনির্ধারণ ক্ষমতার শীর্ষে চড়ে বসায় সোলো বিচলিত বোধ করতেন খুব। কাজের বাজার এবং কল্যাণমূলক ব্যয় নিয়ে যে প্রশ্নগুলি তাঁর আলোচনা থেকে উঠে আসে, তাদের সর্বজনমান্য উত্তর যে আমরা খুঁজে পেয়েছি তা বলা যায় না কিন্তু সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। নব্য ধ্রুপদীদের এ সব বিষয়ে স্বভাবতই আগ্রহ কম। সোলোকে যখন প্রশ্ন করা হয়, নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ যেমন রবার্ট লুকাস বা টমাস সার্জেন্ট এঁদের সঙ্গে তাঁর মত বিনিময় হয় কি না, তিনি স্বভাবসুলভ রসিকতায় উত্তর দেন “আমাদের কথোপকথন অনেক সময়ে এ রকম হয়: ‘আমি আজ গ্রাণ্ডেস্টার গেছিলাম’, ‘দ্যাট’স ফানি, আমি যাইনি’!”

বেকারত্ব নিয়ে চর্চায় অর্থশাস্ত্রী এবং সমাজবিদ্যার গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গির একটা স্পষ্ট ফারাক দেখা যায়। সমাজবিদ্যায় দীর্ঘ ট্র্যাডিশন আছে বেকারদের অবস্থা জানার কাজ হারিয়ে বা না পেয়ে তাঁরা কী ভাবে যুঝছেন, তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য কেমন ইত্যাদি। অর্থনীতিবিদরা আবার এ দিকটি নিয়ে তেমন আগ্রহী নন। তাঁদের আগ্রহ বেকারত্বকে ব্যাখ্যা করায়, তার কারণগুলি খুঁজে বার করায়। সোলো বলছেন, দু’দলের এই ভাগাভাগির জন্যে বোঝাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেমন, এক জন মহিলা যিনি সম্পূর্ণ একা বাচ্চা মানুষ করছেন, তিনি যখন স্বল্প মজুরির দীর্ঘ সময়ের কাজ ছেড়ে সরকারি ভাতার উপর নির্ভর করা স্থির করছেন, তাঁর চয়নের স্বাধীনতা কতটুকু? ভাতা-নির্ভরতা নিয়ে অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যে যে ‘গেল গেল’ ভাব দেখা যায়, সেখানে এগুলি কতটুকু স্থান পায়? এক দিকে সবাইকে শ্রমের বাজারের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে এই মত, আর অন্য দিকে ভাতা-ব্যবস্থার কোনও সংস্কারের কথা উঠলেই আপত্তি তুলতে হবে গরিব-বিরোধী নীতি বলে, এই দুই চরমপন্থার মাঝামাঝি এক অবস্থানের পক্ষে সোলো যুক্তি সাজান। সোলোর যুক্তি, আমেরিকার মতো দেশে সামাজিক সংস্কৃতি এমনই যে, কর্মহীন মানুষকে উদ্যমহীন বলে ধরে নেওয়া হয়, আর অধিকাংশ কর্মহীন মানুষও তা বিশ্বাস করতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় যদি কাজটি অতি নিম্ন মজুরিরও হয়, তা গ্রহণে উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ভাতা/ভর্তুকিরও ব্যবস্থা রাখা যায়। অর্থাৎ দু’টিকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে দেখতে হবে। নানা সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, কোনও নির্দিষ্ট মজুরিতে কোনও কাজ এক জন নিচ্ছেন, আর এক জন নিচ্ছেন না। যিনি নিচ্ছেন না তিনি যে আয়েশ করে শুয়ে-বসে সরকারি টাকায় জীবনযাপনের লোভে তা করছেন, তা কিন্তু নয়। এই পর্যবেক্ষণগুলি বিশেষত পাওয়া যায় সমাজবিদ্যার গবেষণা থেকে। প্রেসিডেন্টের ইকনমিক কাউন্সিলের অর্থনীতিবিদদের তা সাধারণত ভাবায় না।

অর্থশাস্ত্রীদের কাছে শ্রমের বাজারের একটি বিশেষ ধাঁধা ফিরে ফিরে আসে। চার পাশে এত মানুষ কর্মহীন, কিন্তু তাঁরা নিয়োগকারীকে গিয়ে বলেন না কেন যে, এখনকার কর্মীদের ছাঁটাই করে তাঁদের কাজে বহাল করলে তাঁরা তুলনায় কম বেতনে একই কাজ করে দেবেন? সোলো বলছেন, এখানেই সামাজিক মানবিক বাধ্যবাধকতা এসে পড়ে। ‘ওটি অন্যায়’ বেকারদের প্রশ্ন করলে অনেকেই এ রকম বলেন। সামাজিক আচরণবিধি, তার ন্যায্যতা সম্পর্কে বোধ, এগুলি অর্থবিদ্যার সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক হিসাব-কষা ব্যক্তির মডেলের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। আর অর্থশাস্ত্রের উচ্চ আসনে বসে সোলো এগুলিই মনে করিয়ে গেছেন তোমরা যাকে ‘শ্রমের বাজার’ বলে আলু-পটলের বাজারের সঙ্গে এক করে ফেলো, বারে বারে মনে করিয়ে দিই যে, এটি একটি আদ্যন্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার জন্য আপনিও প্রতিবেদন কিংবা মতামত পাঠাতে পারেন। লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোড ওয়ার্ড ফরমেটে এই হোয়াট্‌সঅ্যাপ নম্বরে- 9436587662

কালের আলো
কলকাতা
KALER ALO
PRGI No. TRBEN/25/A0016
Tuesday,
9 June, 2026
মঙ্গলবার,
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

সোমবার নয়াদিল্লিতে ইন্ডি জোটের বৈঠকে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী।

অবশেষে আয়ুষ্মান ভারতে পশ্চিমবঙ্গ

কালের আলো প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুন ।। দেশের বৃহত্তম সরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' (এবি-পিএমজেএওয়াই)- তে অবশেষে যুক্ত হলো পশ্চিমবঙ্গ। এর ফলে জাতীয় স্তরে এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সম্প্রসারণ সম্পন্ন হলো। বর্তমানে দেশের সবকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে মোট ৩৬টি প্রশাসনিক এলাকাতেই এই প্রকল্প কার্যকর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পটি চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের প্রায় ১.৪৩ কোটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বিমা সুবিধা পাবেন।

সোমবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি (এনএইচএ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে এই সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (মউ) স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেন, ২০১৮ সালে শুরু হওয়া আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর কথায়, "এ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ১২ কোটিরও বেশি চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে, যার মোট ব্যয় ১.৮২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। এই প্রকল্প দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে গুরুতর রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করছে।"

তিনি জানান, প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা পরিষেবা সম্পূর্ণ ক্যাশলেস ও পেপারলেস পদ্ধতিতে পাওয়া যাবে। দেশের ৩৬ হাজারেরও বেশি তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে উপভোক্তারা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। পাশাপাশি আয়ুষ্মান কার্ডধারীরা দেশের যেকোনও রাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারবেন, যা বিশেষভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নাড্ডা আরও জানান, এই প্রকল্প চালুর ফলে চিকিৎসার জন্য মানুষের নিজস্ব পকেট থেকে খরচ করার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০১৮ সালের আগে যেখানে এই হার ছিল ৬৪.৬ শতাংশ, বর্তমানে তা কমে প্রায় ৪৩.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধে 'এইচপিভি' টিকাকরণ কর্মসূচির ওপরও জোর দেন। তিনি বলেন, দেশের কিশোরীদের মধ্যে এই টিকাকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রতি এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের বাস্তবায়নকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এর ফলে রাজ্যের প্রায় ১.২৪ কোটি যোগ্য পরিবার সরাসরি স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আসবে। আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং প্রবীণ নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করার পর উপভোক্তা পরিবারের সংখ্যা বেড়ে ১.৪৩ কোটিতে পৌঁছাবে।

পুলিশে বড় রদবদল ১৭৯ জন আধিকারিকের বদলি

কলকাতা, ৮ জুন : পশ্চিমবঙ্গে এক বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সোমবার পুলিশ বিভাগে ব্যাপক রদবদল করল রাজ্য সরকার। স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মোট ১৭৯ জন আইপিএস এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সার্ভিস অফিসারের (ডব্লিউবিপিএস) বদলি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫১ জন আইপিএস অফিসার রয়েছেন। রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর এটিকে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় পুলিশ রদবদল হিসেবে মনে করা হচ্ছে। বদলির তালিকায় কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং বিশেষ শাখাগুলিতে বড় স্তরে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজেশ কুমার যাদব এবং গৌরব শর্মাকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর আইজিপি নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিধাননগরের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মাকে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আইবি)-এর আইজিপি পদে নিয়োজিত করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন নিয়োগ করা হয়েছে। কুণাল আগরওয়ালকে অপরাধ দমন শাখার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার করা হয়েছে এবং মুকেশকে সশস্ত্র পুলিশ (কলকাতা)-এর নতুন আইজিপি নিযুক্ত করা হয়েছে।

যাদবপুরে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ

কলকাতা, ৮ জুন: যাদবপুর স্টেশন এবং সংলগ্ন এলাকায় হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন দোকান মালিকরা। বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। হকারদের পক্ষে আইনজীবী শামিম আহমেদ জানিয়েছেন, গ্রীষ্মকালীন ছুটির বিশেষ বেঞ্চে আগেই মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিকে, যাদবপুর স্টেশন লাগোয়া এলাকায় গতরাতে হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উচ্ছেদ অভিযান রুখতে বাম, কংগ্রেস নেতা কর্মীরা সেখানে পৌঁছলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নেয়।

যাদবপুর রেল স্টেশন চত্বর থেকে হকার উচ্ছেদে রবিবার সন্ধ্যা থেকেই তৎপর ছিল পুলিশ-প্রশাসন। রবিবার সন্ধ্যায় বিশাল রাজ্য পুলিশ ও রেল পুলিশ বাহিনী এলাকা ঘিরে ফেলে। ব্যারিকেড রেখে জায়গা ঘিরে ফেলে আনা হয় বুলডোজার। রাতের দিকের যাত্রীরা ছাড়া আর কাউকে সে সময়ে রেল স্টেশন চত্বরে ঢুকতেও দিচ্ছিল না পুলিশ। ফলে স্টেশনের বাইরেই ক্রমশ ভিড় জমান বাম নেতা ও সাধারণ মানুষ। মানবশৃঙ্খল করে এই উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পড়ুয়াও।

ইন্ডি জোটের কোনও অস্তিত্ব নেই, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৮ জুন: বিরোধীদের ইন্ডি জোটকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, ইন্ডি জোটের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এই (ইন্ডি) জোটের কোনও অস্তিত্বই নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে এর কোনও বৈঠকেই যোগ দিতেন না, কিন্তু এখন তিনি তা করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর দলের বিধায়ক ও সাংসদরাই তাঁর পাশে নেইকোনও বিধায়ক, সাংসদ বা কাউন্সিলরই আর সক্রিয় নন; তাঁরা এমনকি নিজেদের কার্যালয়েও আসেন না। তৃণমূলের অবস্থা এমনইক্ষমতা থেকে সরার মুহূর্তেই তা ভেঙে পড়েছে।'

উল্লেখ্য, সোমবার দিল্লিতে বৈঠকে বসছে বিরোধী জোট 'ইন্ডি'। পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের পর তো বটেই, গত ১০ মাসে এটিই প্রথম বৈঠক বিরোধী জোটের। আর তা নিয়েই কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ।

উত্তর দমদম পুরসভার ২০ পুর প্রতিনিধির ইস্তফা

কলকাতা, ৮ জুন: নজিরবিহীন রাজনৈতিক সংকটের সাক্ষী হলো উত্তর দমদম পুরসভা। সোমবার দুপুরে পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান-সহ একযোগে পদত্যাগ করলেন মোট ২০ জন পুর-প্রতিনিধি। এদিন পুরসভার এগিকিউটিভ অফিসারের কাছে গিয়ে তাঁরা নিজেদের ইস্তফাপত্র জমা দেন। একসঙ্গে এতজন কাউন্সিলরের পদত্যাগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন চেয়ারম্যান বিধান বিশ্বাস দাবি করেন, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই মূলত শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন তৃণমূল নেত্রী শ্রেয়া পাণ্ডে

কলকাতা, ৮ জুন : কলকাতা স্থিত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সিজিও কমপ্লেক্স দফতরে সোমবার হাজিরা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী শ্রেয়া পাণ্ডে। ''সোনা পাপ্পু'' মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছিল, যার ভিত্তিতে মঙ্গলবার তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত দিনের একদিন আগেই তিনি ইডি দফতরে পৌঁছে যান।

ইডি সূত্রে জানা গেছে, এই মামলার তদন্ত চলাকালীন বাজেয়াপ্ত হওয়া মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস পরীক্ষার সময় বেশ কিছু চ্যাটে শ্রেয়া পাণ্ডের নাম সামনে এসেছে। এরই ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে তলব

করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মতে, এই মামলায় বিভিন্ন আর্থিক ও ডিজিটাল লেনদেন সংক্রান্ত দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, শ্রেয়া পাণ্ডে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবি করেছেন যে তিনি স্বেচ্ছায় ইডি দফতরে গিয়েছেন এবং সোমবারের জন্য তিনি কোনও নতুন সমন পাননি। তিনি আরও জানিয়েছেন যে তিনি কোনও সমন লঙ্ঘন করেননি। পাশাপাশি, ''সোনা পাপ্পু'' নামের কোনও ব্যক্তিকে চেনেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি।

সূত্র মারফত জানা গেছে, এই মামলায় এর আগেও শ্রেয়া পাণ্ডের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কল্যাণ শুক্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁর আবাসন থেকে জমি জালিয়াতি সংক্রান্ত বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছিল বলে অভিযোগ। তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, ডিজিটাল তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখার সময় শ্রেয়ার নাম উঠে আসায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হয়েছে।এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া ব্যবসায়ী জয় কামদারের বাড়িতে আয়োজিত কালীপূজার অনুষ্ঠানে শ্রেয়া পাণ্ডের উপস্থিত থাকার অভিযোগও সামনে এসেছে, যেখানে অন্যান্য বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। আপাতত ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং এই মামলায় পরবর্তী পদক্ষেপ তদন্তের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে।

পুলিশের জালে ফলতার "পুষ্পা" জাহাঙ্গীর খান

ফলতা, ৮ জুন : অবশেষে পুলিশের জালে ফলতার তৃণমূল নেতা ওরফে "পুষ্পা" জাহাঙ্গীর খান। ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। সোমবার সকালেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক সূত্রে দাবি, নেপালে পালানোর ছক কষেছিলেন জাহাঙ্গীর। পানিট্যাঙ্কি এলাকার একটি হোম-স্টেতে স্ত্রী ও সন্তানসহ গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তিনি। জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বেশ কিছু নথিপত্র এবং মোবাইল ফোনও উদ্ধার করেছে এসটিএফ। তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কায়্যত ফলতায় পুনর্নির্বাচনের দিন থেকেই বেপাত্তা ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার এই তৃণমূল প্রার্থী। নির্বাচনের দিন তাঁর স্ত্রীকে ভোট দিতে দেখা গেলেও জাহাঙ্গীরকে কোথাও দেখা যায়নি। এমনকি গণনার দিনও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। আদালতের রক্ষাকবচ উঠতেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন অভিষেক-ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল নেতা। তাঁর খোঁজে বিগত প্রায় দু-সপ্তাহ ধরেই তল্লাশি চালাচ্ছিল এসটিএফ। অবশেষে সপরিবারে লুকিয়ে থাকা এই নেতাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেন তদন্তকারীরা।

তৃণমূল ছাড়লেন সুখেন্দুশেখর, দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: উপরন্যপরি ভাঙনে টালমাটাল অবস্থা তৃণমূল কংগ্রেসে। এবার তৃণমূলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সাংসদ পদ থেকেও তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। সোমবার সকালে দিল্লি থেকে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন সুখেন্দুশেখর। সেই সঙ্গে আরজি করের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা এবং দুর্নীতি নিয়ে দলের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন।

সুখেন্দু এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, 'ব্যাপক লাগামহীন দুর্নীতি, নারীদের ওপর অত্যাচার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, আইন-শৃঙ্খলা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট তৃণমূলের ১৫ বছরের নৈরাজ্যকর শাসনের অবসান ঘটাতে রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জনগণ বিজেপি-র পক্ষে বিপুল জনরায় দিয়েছেন। জনগণের এই ঐতিহাসিক রায়কে সম্মানের সঙ্গে মেনে নিয়ে আমি পদত্যাগ করেছি।'

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুখেন্দু বলেন, 'ক্ষমতা তাদের (টিএমসি) মাথায় এমনভাবে চড়ে গিয়েছিল যে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, পৃথিবীতে কেউ তাদের ছুঁতে পারবে না। তিনি বলেন, 'বাংলার ইতিহাসে এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ভোটার উপস্থিতি সর্বকালের রেকর্ড ৯৭ বা ৯৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এ বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে কোনও বিশ্লেষণ করা হয়নি। গত পনেরো বছর ধরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন, মন্ত্রী, পঞ্চায়েত নেতা, কাউন্সিলর, মেয়র ইত্যাদি, তারা নাগালের বাইরে চলে গেলেন। তাদের কাছে পৌঁছানোও কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারা বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের দলের যে কর্মীরা নিজেদের রক্ত-ঘাম দিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করেছিলেন, যারা বছরের পর বছর বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাদের কোণঠাসা করা হয়েছিল। পরিবর্তে, দালাল, চোর, ডাকাত এবং ধর্ষকরা সামনে চলে আসে। এই সবকিছু এখন প্রকাশ্যে আসছে এবং টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে। গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়ি কার? পঞ্চায়েত নেতার। সেখানে সুইমিং পুল, বিদেশি পাখি ইত্যাদি রয়েছে। কোটি কোটি টাকা লুট করা হয়েছে। আমি এখন একজন সাধারণ নাগরিক, এবং আমি নতুন সরকারের কাছে দাবি করতে পারি, তারা যেন গত পাঁচ বছরে বাংলার প্রতিটি হাসপাতালের করা কেনাকাটা তদন্ত করে। একটি ফরেনসিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা উচিত।'

দার্জিলিং-মিরিক সফরে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জল সমস্যা সমাধানের ওপর দিলেন জোর

দার্জিলিং, ৮ জুন : পশ্চিমবঙ্গের মহিলা, শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সোমবার দার্জিলিং ও মিরিক সফরে পৌঁছন। দার্জিলিংয়ে তিনি সাংসদ রাজু বিস্তের সঙ্গে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং চলমান উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করেন।

সফর চলাকালীন এদিন মন্ত্রী বিশেষভাবে জল প্রকল্প, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতির খোঁজখবর নেন। এছাড়া দার্জিলিংয়ে নির্মীয়মান নতুন লেকটিও পরিদর্শন করেন, যেখানে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে।

এই সফরকালে মন্ত্রী স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন। সাধারণ মানুষ পানীয় জল সহ বেশ কিছু মৌলিক সমস্যা তাঁর সামনে তুলে ধরেন। অগ্নিমিত্রা পাল সমস্যাগুলি মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

এরপর তিনি মিরিকে পৌঁছালে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি ওখানকার পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেন এবং উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, দার্জিলিং পাহাড়ে পানীয় জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান করার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পাহাড়ি এলাকায় কোথাও কোনও অবৈধ নির্মাণ বা

বেআইনি বহুতল ভবন পাওয়া গেলে সেগুলি চিহ্নিত করে নোটিশ দেওয়া হবে। নিয়ম না মানা হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিয়ে সেই সমস্ত নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে।

দিল্লিতে গোপন বৈঠক তৃণমূলের অন্তত ২১ 'বিদ্রোহী' সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : জল্পনার মধ্যেই তৃণমূলের অন্তত ২১ জন সাংসদ সোমবার বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বলে খবর ছড়িয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষায় রবিবারই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ইন্ডি' জোটের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মমতার। এর মধ্যেই এই দলবদল হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই দিল্লি যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। সূত্রের খবর, এর মধ্যেই দিল্লিতে গোপন বৈঠক সেরেছেন তৃণমূলের অন্তত ২১ বিদ্রোহী সাংসদ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, অসীত মাল, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ চক্রবর্তী, আবু তাহের, সুখেন্দু শেখর, শর্মীলা সরকার, খলিলুর রহমান, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া-সহ আরও বেশ কয়েকজন। গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বিক্ষুব্ধ সাংসদদের তৎপরতা ঘিরে জোরদার হয় জল্পনা। জানা যায়, কেউ কেউ রাজধানীর অভিজাত পাঁচতারা হোটেলে ছোট ছোট দলে ছিলেন, আবার কেউ ছিলেন নিজেদের সরকারি বাসভবনে।

এর আগে রবিবার দিনভর একাধিক দফায় গ্রুপ কল এবং বৈঠকের মাধ্যমে পরবর্তী কৌশল নিয়ে আলোচনা চলে বলে সূত্রের খবর। সোমবার সকালেও আরও কয়েক জন সাংসদ দিল্লিতে এসে এই শিবিরে যোগ দেন। এরপরেই ওই বৈঠক হয় বলে খবর।

দশদিগন্ত

■ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বায়ুসেনার ওইং কমান্ডার সার্থক কুমারকে বীর চক্র সম্মানে সম্মানিত করেছেন।

ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হানা ইরানের সংঘর্ষবিরতির পর এই প্রথম প্রত্যাঘাত

জেরুজালেম, ৮ জুন: ফের অশান্তির বাতাবরণ পশ্চিম এশিয়ায়। ইরানের নিশানায় আবারও ইজরায়েল। রবিবার রাতে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনী। গত এপ্রিলে এই দুই দেশের মধ্যে যে সংঘর্ষবিরতি হয়েছিল, তার পর এই প্রথম হামলা চালানো হল। ইরান জানিয়েছে, লেবাননের রাজধানী বেইরুটে ইজরায়েলের আক্রমণের প্রতিবাদেই পাল্টা হামলা চালানো হয়েছে।

লেবাননে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা ইজরায়েলের নিশানায় রয়েছে। প্রায়ই তাদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েল। ইরান পাল্টা জবাব দিল রবিবার। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র অবশ্য ইজরায়েলের ক্ষতি করতে পারেনি। আকাশেই তা প্রতিহত করা হয়েছে। তেহরানের দাবি, ইজরায়েলের নাজারেথের কাছে রামাত ডেভিড বায়ুসেনা ঘাঁটি নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে তারা। আবার ইজরায়েলের বাহিনী জানিয়েছে, ইরান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র তারা সঠিক সময়ে চিহ্নিত করে এবং নির্দিষ্ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে তা প্রতিহত করা হয়।

বিশ্বকাপে দর্শকদের মানসিক চাপ কমাতে ফিফার নতুন উদ্যোগ

কলকাতা, ৮ জুন : ফুটবল বিশ্বকাপে দর্শকদের মানসিক চাপ কমাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে ফিফা। এর জন্য প্রতিটি বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামে রাখা হবে বিশেষ 'সেন্সরি রুম', যেখানে অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা আবেগজনিত উত্তেজনায় ভোগা দর্শকেরা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারবেন। দেখা যায়, ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন আবেগে দর্শকদের মধ্যে অতিরিক্ত উত্তেজনা তৈরি হয়। বিশেষ করে প্রিয় দলের পরাজয়ে অনেকের শরীরে অ্যাড্রিনালিনের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। এর জন্য দর্শকদের মৃত্যুও হতে পারে। যেটা ঘটেছিল ২০২৪ সালে আফ্রিকা নেশন্স কাপে। বিশেষজ্ঞরা এই অবস্থাকে 'সেন্সরি ওভারলোড' বলে থাকেন।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এই সেন্সরি রুমগুলো। এই রুম গুলোতে থাকবে শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। যেখানে দর্শকদের জন্য থাকবে আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা।

দেশে এলপিজি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে : প্রবীণ মাল খানুজা

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : দেশে এলপিজি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে, সোমবার আন্তঃমন্ত্রক বৈঠকে এমনটাই জানালেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব প্রবীণ মাল খানুজা। তিনি বলেন, পশ্চিম এশিয়ার চলমান পরিস্থিতি সত্ত্বেও, অপরিশোধিত তেল, এলপিজি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে এবং সারাদেশে পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'অভ্যন্তরীণ এলপিজি উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে রিফাইনারি এবং ফ্র্যাকশনেটরগুলো বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৫২-৫৩ হাজার মেট্রিক টন (টিএমটি) উৎপাদন করছে, যা সংকট-পূর্ববর্তী স্তরের চেয়ে প্রায় ৬০ বেশি। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরশিপগুলোতে মজুত শেষ হয়ে যাওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এলপিজি সরবরাহের বকেয়া সময় চার দিনেরও কমিয়ে আনা হয়েছে এবং ৯৯ এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং এখন অনলাইনে করা হচ্ছে। ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (ডিএসি) মেনে চলার হার প্রায় ৯৬।

ভাড়াটে দূষণ ছড়ালে তার দায় বাড়ির মালিকের নয়, জানালো সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : ভাড়াটে নিজের কারখানায় পরিবেশের নিয়ম লঙ্ঘন করলে বা দূষণ ছড়ালে তার দায় কোনওভাবেই বাড়ির মালিকের ওপর চাপানো যায় না। এক ঐতিহাসিক রায়ে সাফ জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা এবং বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। সুরাটের বাড়ির মালিকের জমিতে এক ভাড়াটে একটি রাসায়নিক কারখানা চালাচ্ছিলেন। অভিযোগ ওঠে, ওই রাসায়নিক কারখানাটি পরিবেশের নিয়ম লঙ্ঘন করে দূষণ ছড়াচ্ছিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ভাড়াটের পাশাপাশি জমির মালিককেও সমান দোষী সাব্যস্ত করে ২৫ লক্ষ টাকার জরিমানা করে।

এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের (এনজিটি) দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাড়ির মালিক। ২০২৫ সালের ১৪ নভেম্বর এনজিটি রায় দেয় যে, ভাড়াটের অপরাধের শাস্তি মালিককে দেওয়া যুক্তিহীন। এনজিটি-র এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল গুজরাট দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা এবং বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবের ডিভিশন বেঞ্চ ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের সেই রায়কেই বহাল রেখে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

বিদ্যা ভারতীর অন্তর্গত শিশু শিক্ষা সমিতি অসম-এর বার্ষিক সাধারণ সভার সফল সমাপ্তি

গুয়াহাটি, ৮ জুন : যোরহাটের গড়মুরে অবস্থিত শংকরদেব বিদ্যা নিকেতনে অনুষ্ঠিত বিদ্যা ভারতীর অন্তর্গত শিশু শিক্ষা সমিতি, অসম-এর বার্ষিক সাধারণ সভার সফল সমাপ্তি ঘটেছে।

আজ সোমবার শিশু শিক্ষা সমিতি, অসম-এর প্রচার সংযোজক মুকুটেশ্বর গোস্বামী জানান, রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে দেবি সরস্বতীর চিত্রপটের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অজন্তা বুঢ়াগোহাঁই রাজকোঁওর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উত্তর অসম প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক নৃপেন বর্মণ, বিদ্যা ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের সাংগঠনিক সম্পাদক ড. পবন তিওয়ারি, সম্পাদক ড. জগদীন্দ্র রায়চৌধুরী, শিশু শিক্ষা সমিতি, অসম-এর সভাপতি কুলেন্দ্রকুমার ভাগবতী এবং সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রাজবংশী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-সভাপতি ড. অলকানন্দ বরুয়া ও অনিমা শর্মা, বিদ্যা ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের জ্যেষ্ঠ সদস্য যোগেন্দ্র সিং সিসোদিয়া সহ বহু শিক্ষাবিদ ও কার্যকর্তা।

তিনি জানান, সভাপতি কুলেন্দ্রকুমার ভাগবতীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তাব ও কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রাজবংশী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. অজন্তা বুঢ়াগোহাঁই রাজকোঁওর সমন্বিত শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, অ্যাটল টিঙ্কারিং ল্যাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষ সাধন এবং তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত 'মায়া' নামক রোবটের সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা প্রদানের সফলতার কথা তুলে ধরেন।

সভায় গত অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং আগামী বছরের বাজেট উপস্থাপন করেন অসম প্রকাশন ভারতীর সচিব দীপঙ্কর বরা। এছাড়া বিদ্যা ভারতীর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও ভিত্তিভূত বিষয়, আর্কাইভ, প্রশিক্ষণ, মাতৃ ভারতী, শিশু বাটিকা এবং ক্রীড়া সংক্রান্ত নানা বিষয়ের উপর পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়।

শিশু শিক্ষা সমিতি, অসম-এর অন্তর্গত শংকরদেব শিশু নিকেতনের দীর্ঘদিনের প্রধানাচার্য ও সংকুল-প্রধান হিসেবে দক্ষতা, সততা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য যোরহাটের গড়মুরের প্রাক্তন প্রধানাচার্য্যা বর্ণালী বরুয়া এবং লখিমপুর জেলার নারায়ণপুরের প্রধানাচার্য্য বিনোদকৃষ্ণ শর্মাকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

মধুবনীতে শ্রমমন্ত্রীর গাড়িতে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ

মধুবনী, ৮ জুন : রবিবার সন্ধ্যায় বিহারের মধুবনী জেলায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অরুণশঙ্কর প্রসাদ। একটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ক্ষুব্ধ জনতার রোষের মুখে পড়েন তিনি। মন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। এর ফলে তাঁর গাড়ির সামনের কাঁচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে মন্ত্রী সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গেছে। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং গ্রেফতার করতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জানা গেছে, মধুবনী জেলার খাজাউলি থানার অন্তর্গত তাহের গ্রামে সম্প্রতি একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনায় নিহতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে রবিবার সন্ধ্যায় সেখানে যান শ্রমমন্ত্রী অরুণশঙ্কর প্রসাদ। মন্ত্রী গ্রামে পৌঁছালে সেখানে উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হঠাৎই মন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুঁড়তে শুরু করে বিক্ষোভকারীরা।

রাস্তা চওড়া করতে জয়পুরে উচ্ছেদ অভিযান ২৪ ঘন্টা বন্ধ ইন্টারনেট, কড়া নিরাপত্তা

জয়পুর, ৮ জুন : রাজস্থানের জয়পুরে রাস্তা চওড়া করার লক্ষ্যে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। সোমবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জগতপুরা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় প্রচুর পুলিশ কর্মী। নিরাপত্তার স্বার্থে ওই এলাকায় আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, উচ্ছেদ স্থল এবং তার আশেপাশের এলাকায় ড্রোন দিয়ে আকাশপথে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় সাধারণ মানুষের চলাচলের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জগতপুরা এলাকায় রেল লাইনের সমান্তরাল রাস্তাটি চওড়া করার জন্য এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো অত্যন্ত জরুরি ছিল।

ওই এলাকায় থাকা বেশ কয়েকটি ধর্মীয় উপাসনালয় এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর মালিকদের সেগুলো সরিয়ে নেওয়ার জন্য আগেই নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে রাস্তার ধার থেকে মোট ১৩৪টি অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

আগামী ২৩ জুন ৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পদ্ম পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: আগামী ২৩ জুন রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত দ্বিতীয় নাগরিক অলঙ্করণ অনুষ্ঠানে এই বছরের বাকি ৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পদ্ম পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এর আগে, গত ২৫ মে প্রথম নাগরিক অলঙ্করণ অনুষ্ঠানে ৬৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। যার মধ্যে ছিল ২টি পদ্মবিভূষণ, ৬টি পদ্মভূষণ এবং ৫৮টি পদ্মশ্রী পুরস্কার।

চলতি বছরে রাষ্ট্রপতি ৫টি পদ্মবিভূষণ, ১৩টি পদ্মভূষণ এবং ১১৩টি পদ্মশ্রী সহ মোট ১৩১টি পদ্ম পুরস্কারের অনুমোদন দিয়েছিলেন। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এই পুরস্কারগুলি ঘোষণা করা হয়। শিল্পকলা, সমাজসেবা, জনকল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, ব্যবসা ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, ক্রীড়া এবং সিভিল সার্ভিসের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য এই মর্য্যাদাপূর্ণ নাগরিক সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী কাজের জন্য "পদ্মবিভূষণ", উচ্চমানের বিশিষ্ট সেবামূলক কাজের জন্য "পদ্মভূষণ" এবং যেকোনো ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ "পদ্মশ্রী" পুরস্কার প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের সম্মানিত করার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের এই অনুষ্ঠানটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হতে চলেছে।

নির্বাচনী জয়ে পশিনিয়ানকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিকোল পশিনিয়ানকে আর্মেনিয়ার সংসদীয় নির্বাচনে তাঁর দলের জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী সোমবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে এক বার্তায় বলেন, সংসদীয় নির্বাচনে 'সিভিল কন্ট্রাক্ট পার্টি'-র অভূতপূর্ব জয়ের জন্য নিকোল পাশিনিয়ানকে অভিনন্দন। এই জনমত আর্মেনিয়ার জনগণের তাঁদের নেতৃত্বের প্রতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থার প্রতিফলন।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, পশিনিয়ানের সঙ্গে মিলে ভারত ও আর্মেনিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক উষ্ণ ও ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আশা রাখেন।

ঝাড়খণ্ডে তিন মেয়েকে খুন, অভিযুক্ত বাবা গ্রেফতার

রাঁচি, ৮ জুন : ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার তুরুকডিহা গ্রামে তিন নাবালিকা মেয়েকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে ৪০ বছর বয়সি বাবাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার সকালের ঘটনা। নিহত দু'জন মেয়ের বয়স ৬ বছর, অন্য জনের ১৪ বছর। খুনের প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত নন্দু যাদব এদিন সকালে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মেয়েদের ওপর হামলা চালায়। গুরুতর আঘাতের কারণে ঘটনাস্থলেই তিন বোনের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলো ১৪ বছর বয়সী পল্লবী যাদব এবং তার ছয় বছর বয়সী যমজ বোন ঋদ্ধি যাদব ও সিদ্ধি যাদব। তাদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী এবং গ্রামবাসীরা শোকে মুহ্যমান। বাসিন্দারা জানান, শিশুদের কান্নার শব্দ শুনে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। কিন্তু তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে যায়। ঘটনার সময় অভিযুক্তের স্ত্রী ও ছেলে বাড়ির অন্য অংশে ছিলেন, ফলে তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান।

গুজরাট থেকে রাজ্যসভার আসনে ৪ বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

গান্ধীনগর, ৮ জুন : গুজরাট থেকে রাজ্যসভার চারটি শূন্য আসনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির চার প্রার্থী রাজু শুক্লা, মানসিং পারমার, মুকেশ রাঠওয়া এবং জিতেন্দ্র কাঞ্জারিয়া সোমবার গুজরাট বিধানসভায় রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। গুজরাটের ১১টি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে শূন্য হওয়া ৪টি আসনের জন্য আগামী ১৮ জুন ভোটগ্রহণ হবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় কোনও অঘটন না ঘটলে বিজেপি প্রার্থীদের চারটি আসনেই জয় নিশ্চিত। গুজরাটের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথমবার রাজ্যসভায় কংগ্রেসের একজনও সদস্য থাকবে না।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে বিজেপির চার বিজেপি প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, বিজেপির রাজ্য সভাপতি জগদীশ বিশ্বকর্মা, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি, রাজ্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রত্নাকর, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার পূর্ণেশ মোদী-সহ রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং বিজেপির প্রবীণ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

অরুণাচলের রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়ন পেশ প্রবীণ বিজেপি নেতা তাই তাগাকের

ইটানগর, ৮ জুন : অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথা দলের প্রবীণ নেতা তাই তাগাক আজ সোমবার ইটানগরে রাজ্য বিধানসভা সচিবালয়ে রিটার্নিং অফিসার টাডার মীনার কাছে রাজ্যের একমাত্র রাজ্যসভা আসনের জন্য তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

বিজেপি-প্রার্থী তাগাকের সঙ্গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু, উপমুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন, গৃহমন্ত্রী মামা নাতুং, শিক্ষামন্ত্রী পাচাং দর্জি সোনা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি কালিং ময়ং, অসম সরকারের মন্ত্রী অশোক সিংহল, একাধিক বিধায়ক, ইটানগর পৌর নিগমের মেয়র লিখা নাড়ি এবং বহু বিজেপি নেতা ও দলীয় কার্যকর্তা।

মনোনয়ন দাখিলের সময় শাসক দল বিজেপি কার্যকর্তারা ব্যাপক উল্লাস ব্যক্ত করেছেন। দলের প্রবীণ কার্যকর্তা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও মনোনয়ন পেশের সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ বিজেপি নেতা তাই তাগাক বহু বছর ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত। অরুণাচল প্রদেশে দলের সাংগঠনিক ভিত মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। তাঁকে রাজ্যের বিজেপির অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। গত কয়েক বছরে তিনি দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছেন। বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ নাবাম রেবিয়ার মেয়াদ আগামী ২৩ জুন শেষ হওয়ায় এই আসনের জন্য নির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আগামী ১৮ জুন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

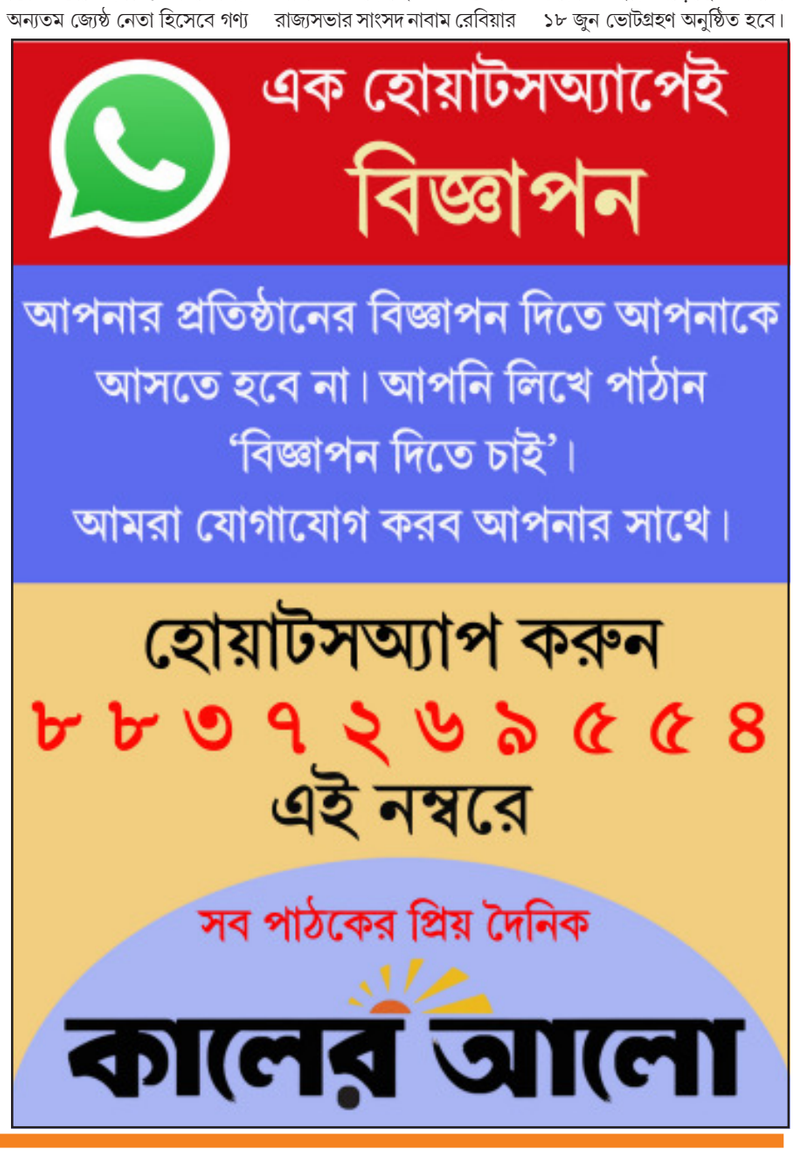

পার্বতী ত্রিপুরা

■ শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

দামের দাপটে নাজেহাল মানুষ কাঁঠালিয়ায় সিপিএমের বাজার সভা

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ জুন।। মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সংকট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যায় কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল ও বাজার সভার আয়োজন করে সিপিআইএমের কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটি। কর্মসূচিতে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিবাদ মিছিলটি কাঠালিয়া বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। পরে বাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত সভায় বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতির ফলে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। জ্বালানি তেল, রান্নার গ্যাসসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে।

সভায় বক্তারা বলেন, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে পরিবহন ব্যয় বেড়েছে, যার প্রভাব নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের পণ্যের ওপর পড়েছে। ফলে প্রতিদিনই বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তারা দাবি করেন, বাজারে পণ্যমূল্যের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অভাবে একই পণ্যের দাম দিনের বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হচ্ছে, যা ক্রেতাদের আরও বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

কর্মসংস্থানের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তারা বলেন, গ্রামীণ এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এর ফলে বেকার যুবক-যুবতীদের পাশাপাশি দিনমজুর ও শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। তারা অভিযোগ করেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর উদ্যোগের অভাব রয়েছে।

এছাড়া বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় মহকুমা প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন বক্তারা। তাদের দাবি, নিয়মিত বাজার তদারকি এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা হলে সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন।

হাটবার উপলক্ষে এদিন কাঠালিয়া বাজারে মানুষের সমাগম ছিল উল্লেখযোগ্য। ফলে প্রতিবাদ মিছিল ও বাজার সভা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে আয়োজকদের দাবি। সভায় উপস্থিত অনেকেই বক্তাদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং বিভিন্ন মহল থেকে কর্মসূচির প্রতি সমর্থনও মেলে বলে জানানো হয়। সভা থেকে জনগণকে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বার্থের দাবিগুলিকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরার ডাক দেন বক্তারা।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম কাঠালিয়া অঞ্চল সম্পাদক কৌশিক চন্দ এবং দলের জেলা কমিটির সদস্য রাধ বল্লভ দেবনাথ। তাঁরা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিতে আগামী দিনেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সুস্থ্য পঞ্চায়েত- শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিল্লি জয় করে ফিরল কাঞ্চনবাড়ি

ফটিকরায়, ৮ জুন: ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দেশের সেরা 'সুস্থ পঞ্চায়েত' হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং মানুষের সার্বিক সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান লাভ করেছে পঞ্চায়েতটি। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের পর রবিবার ফটিকরায়ে পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

জানা গেছে, চলতি মাসের ৯ জুন রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং-এর হাত থেকে সম্মাননা ও পুরস্কার গ্রহণ করেন কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের ভিত্তিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দিল্লি থেকে সম্মাননা নিয়ে ফেরার পর ফটিকরায়ের বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জানান ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী তথা ফটিকরায় বিধানসভার বিধায়ক সুধাংশু দাস। এদিন পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও মন্ত্রীকে ফুলের তোড়া ও স্মারক উপহার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, "কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সাফল্য শুধু পঞ্চায়েত এলাকার নয়, গোটা ফটিকরায় বিধানসভা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে নিরলস কাজের ফলেই এই জাতীয় স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করা, ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষুরোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঞ্চায়েতটি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মূল্যায়ন হিসেবেই এই সম্মান লাভ সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অন্যদিকে কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেলি ভট্টাচার্য এই সাফল্যের জন্য এলাকার সাধারণ মানুষ, স্বাস্থ্যকর্মী, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, বিভিন্ন সহায়ক দল, পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে চলেছি। কেন্দ্র সরকারের নির্ধারিত নয়টি থিমের মধ্যে 'সুস্থ পঞ্চায়েত' থিমকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই আজ জাতীয় স্তরে এই সম্মান অর্জন সম্ভব হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতেও পঞ্চায়েত এলাকার অসম্পূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করা হবে। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পঞ্চায়েত কাজ চালিয়ে যাবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, দলীয় নেতৃত্ব, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় স্তরে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর এলাকাবাসীর মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রত্যাশা, আগামী দিনেও উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আরও এগিয়ে গিয়ে কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দেশের অন্যতম আদর্শ পঞ্চায়েত হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করবে।

লোডশেডিংয়ে কাহিল হাসপাতাল গন্ডাছড়ায় রোগীদের সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রহসন

কালের আলো প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ জুন।। গন্ডাছড়া মহকুমাজুড়ে বিদ্যুতের ঘনঘন লোডশেডিং ও অনিয়মিত সরবরাহে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রোগী, তাঁদের পরিজন এবং হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মীরা। প্রচণ্ড গরম ও দাবদাহের মধ্যে বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা অব্যাহত থাকায় হাসপাতালের পরিবেশ কার্যত অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার ঘটনা ঘটছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা কেন্দ্রেও দেখা দিয়েছে চরম সংকট। অভিযোগ, গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কোনও জেনারেটর নেই। ফলে বিদ্যুৎ চলে গেলেই হাসপাতালের ওয়ার্ড, বহির্বিভাগ ও অন্যান্য পরিষেবা কার্যত অচল অবস্থায় পৌঁছে যায়।

বর্তমান সময়ে তাপমাত্রা ক্রমাগত ঊর্ধমুখী। দাবদাহ পরিস্থিতিতে রোগীদের জন্য ফ্যান ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সুবিধা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকায় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের চরম অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটাতে হচ্ছে। অনেক রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা জানান, গরমে শ্বাসকষ্ট ও অস্বস্তি আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ ও গুরুতর অসুস্থ রোগীদের অবস্থা সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক।

শুধু রোগীরাই নন, হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীরাও একই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানেও নানা ধরনের অসুবিধা দেখা দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের মতো জরুরি পরিষেবা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকার জনগণের অভিযোগ, গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে জেনারেটরের ব্যবস্থা না থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিদ্যুৎ সমস্যার বিষয়টি বহুবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। তাঁদের মতে, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় রোগীদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে হাসপাতালের জন্য একটি আধুনিক জেনারেটর স্থাপন করা প্রয়োজন।

গোটা মহকুমার জাতি-জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ হাসপাতালের এই বেহাল অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে হাসপাতালের বিদ্যুৎ সংকট দূর করার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, জরুরি ভিত্তিতে জেনারেটর ও বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নিখোঁজ সাগরের মৃতদেহ উদ্ধার জলাশয়ে শোকাহত পরিবারের পাশে মন্ত্রী সুধাংশু

কালের আলো প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৮ জুন।। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভা এলাকার জনৈক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার হয় তাঁর মৃতদেহ। ঘটনাটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা ফটিকরায়ের বিধায়ক সুধাংশু দাস। সোমবার তিনি মৃত যুবকের বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দেন।

জানা গেছে, ফটিকরায় বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শচীন্দ্র ঘোষের বড় ছেলে সাগর ঘোষ (৩৩) গত ৩ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি। পরে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকে পরিবারের মধ্যে।

অবশেষে গত শুক্রবার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি জলাশয় থেকে সাগর ঘোষের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃতদেহটি জলের নিচে ডুবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তার শরীরে একটি বড় পাথর বাঁধা ছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, এটি কোনওভাবেই স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

সোমবার মৃত যুবকের বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি মৃতের মা শিপ্রা ঘোষ, ছোট ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সান্ত্বনা দেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত রহস্যজনক এবং প্রাথমিকভাবে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। তিনি জানান, ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশ সুপার এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। পাশাপাশি দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

অন্যদিকে, একমাত্র বড় ছেলেকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন মৃতের মা শিপ্রা ঘোষ। তিনি বলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে কারও কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। কী কারণে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা এখনও পরিবারের বোধগম্য নয়। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস, সাগর ঘোষকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সাগর ঘোষ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং গৃহশিক্ষকতা করতেন। তাঁর বাবা শচীন্দ্র ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে কুয়েতে অবস্থান করছেন। বাড়িতে মা ও ছোট ভাইকে নিয়েই তাঁদের সংসার ছিল। সাগর ঘোষের অকাল ও রহস্যজনক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার বাসিন্দারা।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বা এর পেছনে কারা জড়িত, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তদন্তের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে রয়েছে মৃতের পরিবারসহ সমগ্র ফটিকরায়বাসী।

উন্নয়নের ঢাক পেটাতে ব্যস্ত নেতারা রাস্তার গর্ত গুনছেন বাইশঘরিয়ার মানুষ

কালের আলো প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জুন।। উন্নয়নের নানা দাবি ও প্রচারের মধ্যেই খোয়াই জেলার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের তেলিয়ামুড়া দশমীঘাট থেকে বাইশঘড়িয়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তাটি কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই সড়কটি এলাকার বহু গ্রামের মানুষের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। প্রতিদিন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক এবং রোগীবাহী যানবাহন এই পথ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই গর্তগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং কোথাও কোথাও হাঁটু সমান জল জমে যায়। এতে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বর্ষা এলেই সমস্যার মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। জল জমে থাকার কারণে গর্তের গভীরতা বোঝা যায় না। ফলে প্রায়শই মোটরসাইকেল আরোহী ও পথচারীরা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ ব্যক্তি এবং রোগীদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অনেক সময় জরুরি প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও বিপাকে পড়তে হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের।

স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, নির্বাচনের আগে এলাকায় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। ভোটের সময় রাস্তা সংস্কার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হলেও ভোট পরবর্তী সময়ে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ। তাঁদের দাবি, বহুবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের নজরে আনা হলেও এখন পর্যন্ত স্থায়ী সমাধানের জন্য কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

জনৈক বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে এটি রাস্তা নাকি জলাশয়, তা বোঝা কঠিন। প্রতিদিন জীবন হাতে নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই পুরো রাস্তা জলের নিচে চলে যায়।"

আরেক বাসিন্দার বক্তব্য, "এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন শত শত মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ বছরের পর বছর ধরে সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছে না। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের উচিত দ্রুত হস্তক্ষেপ করে রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা।"

এদিকে, রাস্তার দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে জনমনে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কের এমন করুণ অবস্থা যদি দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকে, তাহলে উন্নয়নের দাবি কতটা বাস্তব, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয়দের দাবি, অস্থায়ী মেরামতির পরিবর্তে দ্রুত স্থায়ীভাবে রাস্তা সংস্কার ও জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হোক, যাতে বর্ষাকালেও নির্বিঘ্নে যাতায়াত সম্ভব হয়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় শিশুকন্যার নতুন জীবন লাভ

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এক শিশুকন্যা সুস্থ হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লকের কাউলিকুরা গ্রামের বাসিন্দা অরুণ দেবনাথের ঘরে গত ১৫ মে, ২০২৬ তারিখে একটি বেসরকারি হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। জন্মের কিছুদিন পর থেকেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে।

পরবর্তীতে অভিভাবকরা গত ২০ মে, ২০২৬ তারিখে শিশুটিকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জেলা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সঞ্জনা ঘোষের তত্ত্বাবধানে শিশুটিকে স্পেশাল নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রেখে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। শিশুটির প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় যে, শিশুটি নির্ধারিত সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার শারীরিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়নি। এর পাশাপাশি শিশুটি গুরুতর শ্বাসকষ্ট, অক্সিজেনের ঘাটতি এবং সংক্রমণে আক্রান্ত ছিল। শিশুটির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হলেও চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারগণ নিরলসভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যান। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভেন্টিলেটর সাপোর্ট, অক্সিজেন থেরাপি এবং ২৪ ঘন্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুটির চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন।

জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে নার্সিং অফিসার বানাইলিয়ানি ডার্লং, পিঙ্কী দাস এবং জবা দেববর্মার আন্তরিক পরিষেবা ও যত্নে ধীরে ধীরে শিশুটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে সম্প্রতি শিশুটিকে পিতা-মাতার হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিশুটির পরিবারের সদস্যরা নবজাতককে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়ে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার এবং হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও ধন্যবাদ জানান। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

টুকিটাকি

■ মান্দাইয়ে উৎপাদিত 'কুইন' আনারস জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে রপ্তানির জন্য নিয়ে যাওয়ার সূচনা করেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

ধর্মনগরে পরপর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনায় ক্ষোভ, প্রাণে বাঁচলেন যুবক

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমায় বিদ্যুৎ দপ্তরের চরম গাফিলতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে ফের এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। সোমবার সকালে যুবরাজনগর বিধানসভার যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি গৃহপালিত গরুর মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে গরুটিকে বাঁচাতে গিয়ে এক স্থানীয় যুবকও বিদ্যুতের তীব্র ঝটকায় আহত হন। যদিও তিনি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় জাকির হোসেন নামে এক ব্যক্তির গৃহপালিত গরুটি বিদ্যুৎ দপ্তরের ঝুলে থাকা বা ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসে। মুহূর্তের মধ্যেই গরুটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছটফট করতে শুরু করে এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, গরুটির অসহায় অবস্থা দেখে এক স্থানীয় যুবক মানবিকতার তাগিদে তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যান। কিন্তু বিদ্যুতের প্রবাহ এতটাই তীব্র ছিল যে, গরুটিকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতেই তিনিও বিদ্যুতের ঝটকায় ছিটকে পড়ে যান। উপস্থিত লোকজন দ্রুত তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। তবে এই ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দপ্তরকে অবহিত করেন। পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের এসডিওসহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার বিভিন্ন স্থানে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বৈদ্যুতিক তার ঝুলে থাকলেও দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনের মধ্যেই ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় একই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে যুবরাজনগর বিধানসভার ঢুপিরবন্দ এলাকায়, পরে গত ১ জুন বাগবাসা বিধানসভার ইচাইলাল ছড়া ১ নম্বর ওয়ার্ডে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি গাভীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই গাভীটির দেড় মাস বয়সী একটি বাছুর ছিল। আর এবার যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ফের একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সংবাদমাধ্যমে বারবার এমন ঘটনার খবর প্রকাশিত হলেও বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষ ও গৃহপালিত পশু উভয়েই ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা অবিলম্বে ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত, নিয়মিত পরিদর্শন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে। তাই মানুষের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষার স্বার্থে বিদ্যুৎ দপ্তরকে আরও দায়িত্বশীল ও সতর্ক ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

উনকোটি জেলা হাসপাতালে মহিলার জটিল জরায়ু টিউমারের সফল অস্ত্রোপচার

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। উনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৈলাশহরের বৌলাপাশা এলাকার ৪৪ বছর বয়সী এক মহিলার জটিল জরায়ু টিউমার (ফাইব্রয়েড) সফলভাবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি অতিরিক্ত মাসিক রক্তক্ষরণজনিত কারণে ভুগছিলেন। স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে না পেরে মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। তখন মহিলাকে গত ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে উনকোটি জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। এরপর মহিলার প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে আনুষাঙ্গিক অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুমিত দাস মহিলার জরায়ুতে বড় আকারের একটি টিউমার শনাক্ত করেন, যা মহিলার শারীরিক জটিলতার মূল কারণ ছিল। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে ডা. দাস দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ২ জুন, ২০২৬ দুপুর ১২টা নাগাদ মহিলার জরায়ু টিউমার (ফাইব্রয়েড) অস্ত্রোপচার শুরু করেন যা প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী চলে। এই জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মহিলার জরায়ুতে বিশালাকার টিউমারটি সফলভাবে অপসারণ করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে উনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুমিত দাসের সাথে সহযোগিতায় ছিলেন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডা. রূপময় দাস, নার্সিং অফিসার কাবেরী সাহা ও মনিদীপা দেববর্মা, ওটি টেকনিসিয়ান অরুণ চাকমা সহ হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। অস্ত্রোপচারের সময় রোগিনীকে দুই ইউনিট রক্ত হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, মহিলার সম্পূর্ণ চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর মহিলাকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। মহিলা সুস্থ হয়ে উঠলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। অয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহিলার পরিবার পরিজনেরা জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দুই বছরের শিশু আলাউদ্দিনের জীবন বাঁচাতে সাহায্যের আবেদন, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর মহকুমার ছনবন এলাকার বাসিন্দা মাত্র দুই বছর তিন মাস বয়সী শিশু আলাউদ্দিন গুরুতর কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লড়াই করছে। যে বয়সে একটি শিশুর হাসি-খেলায় মুখর থাকার কথা, সেই বয়সেই তাকে সহ্য করতে হচ্ছে কঠিন শারীরিক যন্ত্রণা। চিকিৎসকদের পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, তার দুটি কিডনিতেই জটিল সমস্যা রয়েছে। উন্নত চিকিৎসা, নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ছাড়া তাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

জানা গেছে, আলাউদ্দিনের পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। তার বাবা দিনমজুর ও মিস্ত্রির কাজ করে কোনোমতে সংসার চালান। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতেই পরিবারকে হিমশিম খেতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানের ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ বহন করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে পরিবারটি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

শিশুটির অসহায় মা-বাবা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। তাদের একটাই আকুতিসন্তানকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য মানবিক সহযোগিতা। পরিবারের দাবি, প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পেলে উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে আলাউদ্দিনকে সুস্থ করে তোলার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা ও শুভানুধ্যায়ীরা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন। তারা আশা প্রকাশ করেছেন, রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে শিশুটির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করবে।

একইসঙ্গে বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, দাতব্য সংস্থা এবং বিত্তবান ব্যক্তিদের প্রতিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্মিলিত সহযোগিতাই পারে ছোট্ট আলাউদ্দিনের জীবন রক্ষার লড়াইয়ে নতুন আশা জাগাতে।

বর্তমানে পরিবারটি সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার আশায় দিন গুনছে। ছোট্ট আলাউদ্দিনের সুস্থতা কামনা করে এলাকাবাসী সকলের কাছে মানবিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। তাদের বিশ্বাস, মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমবাসার তিলক কুমার পাড়ায় বিশেষ ম্যালেরিয়া স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। ধলাই জেলার আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত গুরুধন পাড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্যোগে সম্প্রতি তিলক কুমার পাড়ায় একটি বিশেষ ম্যালেরিয়া স্বাস্থ্য শিবির এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজিত হয়। বর্ষা মরশুমের শুরুতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই শিবিরে তিলক কুমার পাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মোট ৩০ জন গ্রামবাসী উপস্থিত হয়ে সরাসরি বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। শিবিরে আসা প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষার এই সন্ধিক্ষণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ রোধ করতে এই শিবিরে আগত সমস্ত সন্দেহভাজন রোগীদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ম্যালেরিয়ার স্ক্রিনিং (পরীক্ষা) করা হয়। এর পাশাপাশি, বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তে থাকা অসংক্রামক রোগ যেমন-উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগেরও বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসা ও পরীক্ষার পাশাপাশি এই শিবিরের একটি অন্যতম বিষয় ছিল জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

গুরুধন পাড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রামবাসীদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মশাবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে রাতে ও দিনে ঘুমানোর সময় বাধ্যতামূলকভাবে মশারি ব্যবহার করা, বাড়ির আশেপাশে কোথাও জল জমতে না দেওয়া এবং জ্বর হলে কোনো রকম অবহেলা না করে অবিলম্বে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে কীভাবে অসংক্রামক রোগগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সেই বিষয়েও স্বাস্থ্য কর্মীরা গ্রামবাসীদের পরামর্শ দেন। ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। সমাজকে প্রকৃত পথ দেখায় শিক্ষা। সরকারের সবকটি দপ্তরের মধ্যে শিক্ষা দপ্তর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যেমন বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি রাজ্যে শিক্ষার প্রসারে ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে জেলাশাসকদেরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমানে ত্রিপুরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং এই বিষয়ে কোনো প্রকার আপস করা হবে না।

আজ সচিবালয়ের ২ নম্বর কনফারেন্স হলে আয়োজিত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের শুরুতে শিক্ষা দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে একটি সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে দপ্তরের সার্বিক কাজকর্ম ও বর্তমান পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলেধরেন। বৈঠকে ভার্চুয়ালী রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসকগণ এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকগণ অংশনেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আরও উন্নয়নে জেলা শাসক ও শিক্ষা আধিকারিকদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ শোনেন।

বৈঠকে জেলাশাসক ও আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলা শাসকদের প্রতিদিন নিয়ম করে ক্ষেত্র *পাঁচের পাতায় দেখুন*

শুনতে হবে জনগণের অভাব অভিযোগ-স্পষ্ট বার্তা মণ্ডল সভাপতির

কালের আলো প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ জুন।। আসন্ন এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তিরবাজার মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে আজ বীরচন্দ্র কমিউনিটি হলে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মণ্ডল কমিটি, বিভিন্ন ভিলেজ এলাকার বুথ সভাপতি ও বুথ কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সভা। সভায় দলের আগামী রণকৌশল ও নির্বাচনী সমীকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, মণ্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক, জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির মিডিয়া ইনচার্জ রবীন্দ্র রিয়াং, জনজাতি মোর্চার শান্তিরবাজার মণ্ডল সভাপতি উপেন্দ্র রিয়াং, জনজাতি মোর্চার সিনিয়র লিডার করুণা রিয়াং, সংখ্যালঘু নেতা জাকির হোসেন সহ অন্যান্য কার্যকর্তা ও নেতৃবৃন্দ।

সাংগঠনিক সভা থেকে মন্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় "জনগণের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে, থাকতে হবে জনগণের পাশে।" সভায় বলা হয়, "মানুষকে ভালোবাসলে এই বিজেপি দল করতে পারেন, না হলে দল ছাড়ুন। এই সরকার জনগণের সরকার, তাই আমরা জনগণের পাশে থাকতে চাই।" উল্লেখযোগ্য বিষয়, মণ্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক বর্তমানে অসুস্থ। এক হাতে ক্র্যাক হয়েছে তাঁর। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সাংগঠনিক কাজে তিনি থেমে নেই। এডিসি এলাকায় ভিলেজ নির্বাচনের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বুথস্তরের কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে তিনি সক্রিয়ভাবে মাঠে রয়েছেন। তাঁর এই তৎপরতা উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। সভায় আসন্ন ভি.সি নির্বাচনের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বুথ কমিটিগুলোকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনসংযোগ বাড়িয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলো প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। দলীয় সূত্রে খবর, এডিসি এলাকায় বিরোধী শিবিরের তৎপরতার মাঝেই বিজেপি বুথ স্তর থেকে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে চাইছে। "জনগণের পাশে থাকা" এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখেই ভি.সি নির্বাচনের ময়দানে নামতে চাইছে শান্তিরবাজার মণ্ডল বিজেপি।

'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'র ৬৭তম পর্বে অসহায় মানুষের পাশে রাজ্য সরকার, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সহায়তার আশ্বাস

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। স্বচ্ছতা ও জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তিনি বলেন, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং সাহায্যপ্রার্থী মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধান করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'-র ৬৭তম পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অসংখ্য সাহায্যপ্রার্থী মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

এদিনের কর্মসূচিতে চিকিৎসা, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, আর্থিক সংকট এবং জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের আবেদন নিয়ে বহু মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। প্রত্যেকের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের চামপ্লাই পাড়া থেকে আগত মণিকা দেববর্মা তাঁর পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সমস্যা তুলে ধরেন। দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনযাপন করা পরিবারটির পরিস্থিতির কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেন।

চিকিৎসা সহায়তার আবেদন নিয়ে আসা বহু মানুষের সমস্যার কথাও শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। খোয়াই মহকুমার জাম্বুরা এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ দেব লিভারজনিত জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চান। তেলিয়ামুড়ার রাঙ্খল পাড়া থেকে সুমিয়েল রাঙ্খল ও জমলি রাঙ্খল তাঁদের সন্তানের গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসা সহায়তার আবেদন জানান। সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণ নলছড় এলাকার রত্না বিশ্বাস তাঁর স্বামীর মস্তিষ্কজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য সরকারি সহায়তা কামনা করেন। এছাড়াও সদর মহকুমার মধুবনের কাঁঠালতলি এলাকার প্রিয়াঙ্কা শুক্লদাস কিডনি রোগের চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। আগরতলার টাউন প্রতাপগড় এলাকার শান্তনু সিনহা তাঁর অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য আবেদন জানান। বড়দোয়ালি এলাকার শ্যামল চক্রবর্তী নিজের চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। একই এলাকার দিলীপ কুমার সরকার তাঁর ছেলের মস্তিষ্কজনিত জটিল রোগের অপারেশনের জন্য সহায়তা চান। প্রতাপগড়ের আর্থিকভাবে অসচ্ছল উষা ঋষিদাস তাঁর স্বামীর চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন জানান। তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা সঞ্জিত দেবও তাঁর সন্তানের জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেক আবেদনকারীর সমস্যার কথা শুনে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, কোনও মানুষ যেন অর্থাভাবে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই বিষয়ে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

এদিন ঊনকোটি জেলার উজান ধনপুর এলাকার বাসিন্দা কল্লোল ব্রহ্মচারী জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও তাঁদের সমস্যার কথা সরাসরি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। জনগণের কল্যাণে কাজ করা এবং তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধান করাই সরকারের মূল লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিনের কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতাল, জিবিপি হাসপাতাল ও আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাহায্যপ্রার্থীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যার সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচি আবারও জনমুখী প্রশাসনের একটি কার্যকর উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে।

হ য ব র ল

■ ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্যরা।

ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে হাফলঙে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্য প্রতিযোগিতা

হাফলং , ৮ জুন : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অসম সরকারের ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে রাজ্যস্তরের রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিযোগীদের উৎসাহী অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানস্থল এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে পর্ষদের সদস্য অজয় চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার রঘুরাজ বৈদ্য, প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য কুলেন্দ্র দাওলাগুপু এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শ্যামানন্দ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জেলা সমন্বয়ক পঙ্কজকুমার দেব উপস্থিত অতিথি, প্রতিযোগী ও দর্শকদের স্বাগত জানান। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও মানবতাবাদী দর্শনে অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মকে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করার পাশাপাশি তা সংরক্ষণ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জেলার বিভিন্ন ভাষিক সম্প্রদায়ের প্রায় একশো প্রতিযোগী অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্য বিভাগে তাঁদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা সারাদিন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। গোটা অনুষ্ঠান বিশ্বকবির সৃষ্টিশীল চেতনা ও সাংস্কৃতিক আদর্শের এক অনন্য আবহ সৃষ্টি হয়।

সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক শ্যামানন্দ চৌধুরী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর গভীর দর্শন ও চিন্তাধারাকে বুঝতে হবে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে কেবল একজন কবি নয়, একজন মহান মানবতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ডিমা হাসাও জেলা ভবিষ্যতেও রাজ্যস্তরে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য কুলেন্দ্র দাওলাগুপু বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার ও সুরস্রষ্টা হিসেবে তাঁর অবদান আজও বিশ্বজুড়ে সমানভাবে সমাদৃত।

প্রধান অতিথি অজয় চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক ডিমা হাসাও জেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ ও চিন্তাধারা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন ভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজক কমিটির সভাপতি আশিস দত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উপস্থিত অতিথি, বিচারক, প্রতিযোগী, অভিভাবক এবং অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতাকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আয়োজকরা জানান, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিশীল চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, হাফলঙে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্য প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগ ক, খ, গ শাখায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভকারী প্রতিযোগিরা আগামী ১৩ জুন গুয়াহাটিতে রাজ্য পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবেন।

বিশাখাপত্তনম স্টিল প্ল্যান্টে দুর্ঘটনায় আট শ্রমিকের মৃত্যু, আহত বহু

হায়দরাবাদ, ৮ জুন: অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত স্টিল প্ল্যান্টে সোমবার এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আটজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, পাশাপাশি বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর পুরো প্ল্যান্ট চত্বরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কর্মীরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদ স্থানের দিকে ছুটতে শুরু করেন।

তথ্য অনুযায়ী, প্ল্যান্টের এসএমএস-২ ইউনিটে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেখানে গরম ধাতুর বালতি পড়ে যাওয়ার ফলে গলিত ইস্পাত লিক বা চুইয়ে পড়তে শুরু করে। এর পরপরই ওই ইউনিটে ভয়াবহ আগুন লেগে যায়, যার কবলে পড়েন বেশ কয়েকজন শ্রমিক।

প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে, বহু শ্রমিক গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন এবং কিছু শ্রমিকের ইউনিটের ভেতরেই আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে আহত ও আটকে পড়া শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা এখনও সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দমকল এবং জরুরি পরিষেবা বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালগুলিতে ভরতি করা হয়েছে, সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

এদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি আধিকারিকদের দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর এবং আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত করা হচ্ছে এবং পরিস্থিতির ওপর ক্রমাগত নজর রাখা হচ্ছে। আপাতত ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান জারি রয়েছে।

রোদের তাপে

● আটের পাতার পর

স্থানীয় কৃষকদের মতে, কৃষিই এই অঞ্চলের বহু পরিবারের প্রধান জীবিকা। ফলে ফসলের ক্ষতি শুধু কৃষকদেরই নয়, গোটা এলাকার অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলবে। উৎপাদন কমে গেলে বাজারে শাকসবজির সরবরাহও হ্রাস পাবে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ ক্রেতাদের উপর। শাকসবজির দাম বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ব্যয় আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

কৃষকদের দাবি, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করা হোক এবং ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হোক। কৃষকবান্ধব বলে দাবি করা রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেদিকে নজর সংশ্লিষ্ট মহলের। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় যখন কৃষকদের মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট, তখন সরকারি সহায়তার আশাতেই দিন গুনছেন কুমারঘাট মহকুমার কৃষিজীবী মানুষ।

বিদ্যুৎ

● আটের পাতার পর

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বিদ্যুৎ নিগমের বিভিন্ন কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে এবং জনস্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকার মানুষের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ। তাঁর দাবি, সরকারের মূল লক্ষ্য জনসেবার পরিবর্তে দলীয় স্বার্থ রক্ষা ও সম্পদ বৃদ্ধির দিকে বেশি মনোযোগী। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুসময় উত্তেজনা থাকলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।

চোরের

● আটের পাতার পর

জোরদার করা প্রয়োজন। বর্তমানে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা কালিকামুড়া এলাকা।

স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলায় সিআইডির সামনে হাজিরা দিলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুন : বিধানসভায় স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবারও সিআইডির দফতরে হাজিরা দিলেন না। তিনি সিআইডি-কে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, এই মামলার শুনানি আগামী বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে রয়েছে।

সিআইডি সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের দফতরে উপস্থিত হওয়ার নোটিশ পাঠিয়েছিল। তবে, তিনি বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন। জানা গেছে, ইন্ডি জোটের বৈঠকে যোগ দিতে গত শনিবার তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন এবং এখনও সেখানেই অবস্থান করছেন।

সিআইডি আধিকারিকরা নিশ্চিত করেছেন যে তাঁরা অভিষেকের চিঠিটি পেয়েছেন। এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেওয়া হবে, তা নিয়ে তদন্তকারী আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা চলছে।

উদ্ধার

● আটের পাতার পর

আইনের ২২/২৫/২৯ ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। পলাতক চালকের সন্ধানে তল্লাশি অভিযানও জোরদার করা হয়েছে।

রেললাইনে

● প্রথম পাতার পর

সময় তিনি ট্রেনের ধাক্কায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকতে পারেন। তবে আত্মহত্যার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের উপরই জোর দিচ্ছে পুলিশ ও রেল পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে বিশ্রামগঞ্জে থাকা মৃতের পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি জানানো হয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় চুড়াইবাড়ি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যাএই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বার ভোটে

● প্রথম পাতার পর

ধরে রয়ে গেছে। এসব সমস্যা সমাধান এবং আদালত-সংক্রান্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল ও সক্রিয় নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে আইনজীবীদের কল্যাণ, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সামগ্রিক উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

এদিনের প্রচারে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের প্রার্থীরা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আইনজীবীদের জন্য উন্নত পরিকাঠামো, পেশাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্প্রসারণ এবং আদালত চত্বরে প্রয়োজনীয় পরিষেবার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। পাশাপাশি আইনজীবীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে বার অ্যাসোসিয়েশনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রচার কর্মসূচিতে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের প্রার্থী, সমর্থক এবং বিপুল সংখ্যক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। আদালত চত্বরে নির্বাচনী আবহে দিনভর ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা। প্রার্থীরা বিভিন্ন চেম্বার ও আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে নিজেদের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই আলোচনা তুঙ্গে উঠেছে। বিভিন্ন প্যানেল নিজেদের প্রার্থী ও কর্মসূচি নিয়ে প্রচারে নেমেছে। নির্বাচনে কারা নেতৃত্বে আসবেন এবং আগামী দিনে বার অ্যাসোসিয়েশনের দিকনির্দেশনা কী হবে, তা নিয়ে আইনজীবী মহলে ব্যাপক আগ্রহ ও জল্পনা তৈরি হয়েছে। বার নির্বাচনের ফলাফল আদালত মহলের পাশাপাশি রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বেসুরো

● প্রথম পাতার পর

মূল কেন্দ্র হিসেবে খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও জানান, আন্দোলন শুরুর আগে যদি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ বা লিখিত আশ্বাস না আসে, তাহলে এই আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য চালিয়ে যাওয়ার বিষয়েও তাঁরা বিবেচনা করবেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সিপাহিজলা জেলার জম্পুইজলাস্থিত টিএসআর-এর সপ্তম ব্যাটেলিয়নের সদর দফতরে রাজ্যের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মোট ৫৮৪ জন সদস্য অস্ত্র ত্যাগ করে মূলস্রোতে ফিরে আসেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, মুখ্যসচিব, সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসকসহ একাধিক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের এই আন্দোলনের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন সরকারের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

আর্তনাদ

● প্রথম পাতার পর

করেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশী অসমেও ডবল ইঞ্জিনের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। সেখানে পাঁচ বছর চাকরি করার পর স্কুল কম্পিউটার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাহলে ত্রিপুরা সরকার কেন একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

তপন কুমার দে আরও বলেন, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিজিটাল শিক্ষায় দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে ২০২১ সালে স্কুলগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পরেও কম্পিউটার বিষয়কে ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি বহু কম্পিউটার শিক্ষক এখনও স্থায়ী নিয়োগ বা পুনর্বহালের অপেক্ষায় রয়েছেন। ফলে একদিকে যেমন শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, অবিলম্বে ৩৬৫ জন স্কুল কম্পিউটার শিক্ষকের নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের অন্যান্য ন্যায্য দাবিদাওয়াও পূরণ করতে হবে। অন্যথায় ভারতীয় মজদুর সংঘ, অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্কুল কম্পিউটার শিক্ষকদের পাশাপাশি ভারতীয় মজদুর সংঘ ও ত্রিপুরা ঠেকা মজদুর সংঘের একাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়েও কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ না পাওয়ায় তাঁরা এবার আরও বৃহত্তর কর্মসূচির পথে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে বিষয়টি আগামী দিনে রাজ্যের শ্রমিক ও শিক্ষা মহলে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার জন্ম দিতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

কাঁটাতারের

● প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা আরও জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ফেরার উদ্দেশ্যে তাঁরা পূর্ব থেকেই বজেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা অভিযুক্ত দালাল সুশীল দাস এবং তার ছেলে সঞ্জয় দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। অভিযোগ, তিন হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁদের অবৈধভাবে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাঠানোর চুক্তি হয়েছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুক্তি অনুযায়ী রবিবার পেঁচারথল এলাকা থেকে টিআর০২সি৩৬৬৯ নম্বরের একটি হাইস্পিড অটো ভাড়া করে তাঁরা বজেন্দ্রনগরে পৌঁছান। মাছ ফেরির অজুহাতে সীমান্তবর্তী এলাকায় আসার পর সুশীল দাস ও সঞ্জয় দাসের সহায়তায় বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁরা। ঠিক সেই সময় বিএসএফ-র নজরে পড়ে যান এবং আটক হন।

এ ঘটনায় কদমতলা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।অভিযুক্ত সুশীল দাস ও সঞ্জয় দাস বর্তমানে পলাতক বলে জানা গেছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, কোনও বৃহত্তর মানব পাচার চক্র সক্রিয় আছে কি না এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত পারাপারের নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বোলেরোতে

● প্রথম পাতার পর

(নম্বর- টিআর০১এজে১৫৬৮) সজোরে ধাক্কা দেয়।

দুর্ঘটনায় পূজা দেবনাথ নামে জনৈক নাবালিকা এবং নগেন্দ্র দেববর্মা নামে জনৈক যুবক গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। তাঁরা পূজা দেবনাথকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। অপরদিকে গুরুতর আহত নগেন্দ্র দেববর্মাকে স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই হাসপাতালে নিয়ে যান।

গোমতী জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক অজয় দাস জানান, আহত দুইজনের মধ্যে নগেন্দ্র দেববর্মার আঘাত গুরুতর হওয়ায় বিভিন্ন চিকিৎসা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে হাসপাতালের শল্য বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে নাবালিকা পূজা দেবনাথকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বাগমা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত যাত্রীবাহী বাস ও বোলেরো গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে উদয়পুরে একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, যানবাহনের বেপরোয়া গতি ও ট্রাফিক নিয়ম অমান্যের কারণেই এ ধরনের দুর্ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এলাকায় আরও কড়া ট্রাফিক নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

মোটরস্ট্যান্ড

● আটের পাতার পর

খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, দোষীকে দ্রুত গ্রেফতা করে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় স্থায়ীভাবে পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধি এবং আইনশৃঙ্খলা আরও জোরদার করার দাবিও উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। পরপর হামলার ঘটনায় বর্তমানে কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন।

জরুরী ঘোষণা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন দেখে যদি কেউ বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কোন ধরনের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কিংবা অন্য যেকোনও ধরনের ক্ষতি বা প্রতারণার শিকার, তাহলে এর দায় পত্রিকা কতৃপক্ষের নয়।

যেতে হবে

● ছয়ের পাতার পর

পর্যায়ে গিয়ে স্কুলগুলির ওপর নজরদারি চালাতে হবে। নিজ নিজ জেলার বিদ্যালয়গুলি কিভাবে চলছে এবং সেখানে কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক খতিয়ান নিতে জেলাশাসকদের প্রতি মাসে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার পরিবেশ আরও সুন্দর করতে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই ধরনের ত্রিপাক্ষিক সমন্বয়ের ফলে স্থানীয় স্তরেই অনেক জটিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিদ্যালয়ে কোনও দিব্যাঙ্গ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে কিনা, কিংবা কারও শিক্ষা গ্রহণে কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেই বিষয়ে বিশেষ খোঁজখবর নিতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের গুণগত মান বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। সেই সাথে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের পরিবেশ উন্নত করতে এবং দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনে ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুরস্কৃত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে দায়িত্বশীলভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আজকের এই পর্যালোচনা বৈঠকে শিক্ষাদপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে ছাড়াও দপ্তরের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

CMYK

কালের আলো

Tuesday, 98 June, 2026 ■ মঙ্গলবার, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

E-Paper ▸ www.epaper.kaleralo.in | E-mail ▸ kaleralopatrika@gmail.com | News Portal ▸ www.kaleralo.in

■ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জনগণের অভাব অভিযোগ শোনেন প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

মক্কা-মদিনার পবিত্র সফর শেষ ফিরলেন ৭৪ হজযাত্রী

ইবাদতের পথ পেরিয়ে ঘরে ফেরা বিমানবন্দরে ফুল-উত্তরীয়ে বরণ

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। পবিত্র হজ পালন শেষে ৪৫ দিন পর সুস্থ ও নিরাপদে রাজ্যে ফিরলেন ত্রিপুরার ৭৪ জন হজযাত্রী। সোমবার মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দরে তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন কল্যাণ দফতর। উপস্থিত ছিলেন দফতরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম, মাইনোরিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, বিশেষ সচিব নির্মল অধিকারীসহ অন্যান্যরা।

জানা গেছে, গত ২০ এপ্রিল রাজ্যের ৭৪ জন হজযাত্রী আগরতলা থেকে কলকাতা হয়ে বিমানযোগে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে পবিত্র মক্কা ও মদিনায় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ৪৫ দিনের সফর শেষে সোমবার তাঁরা রাজ্যে ফিরে আসেন।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর হজযাত্রীদের উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। দীর্ঘ ধর্মীয় সফর শেষে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে পুনর্মিলনের মুহূর্তে বিমানবন্দর চত্বরে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত অতিথিরা হজযাত্রীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাঁদের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংখ্যালঘু উন্নয়ন কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন কল্যাণ দফতর এবং কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের হজযাত্রীদের সৌদি আরবে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকলের সহযোগিতায় হজযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে এবং যাত্রীরা নিরাপদে রাজ্যে ফিরে এসেছেন।

মন্ত্রী বলেন, এই সফল আয়োজনের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সমন্বয়ের ফলেই হজযাত্রার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

অন্যদিকে, রাজ্যে ফিরে হজযাত্রীরা সরকারের ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন। তারা জানান, যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা ও নির্দেশনা পাওয়া গেছে। সৌদি আরবে অবস্থানকালীন সময়েও হজযাত্রীদের সুবিধা ও নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। হজযাত্রীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এবং সফল হজ সম্পন্ন হওয়ায় তাঁদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যেও আনন্দের আবহ লক্ষ্য করা গেছে। বিমানবন্দরে আত্মীয়-স্বজনদের ভিড় ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দিনটি এক আবেগঘন পরিবেশে পরিণত হয়।

দেলোয়ার-কাণ্ডের রেশ, এবার আখতারের উপর হামলা-অশান্ত কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ জুন ।। গোমতী জেলার কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় ফের মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার রাতে মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় জনৈক ব্যবসায়ীর উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরপর একাধিক হামলার ঘটনায় ব্যবসায়ী মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি আরও বেড়েছে।

জানা গেছে, আহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ আখতার হোসেন। তাঁর বাড়ি কিল্লা মুসলিমপাড়া এলাকায়। অভিযোগের তীর উঠেছে উদয়পুরের শালগড়া এলাকার বাসিন্দা নজরুল মিয়ার বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি দোকানের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই সময় আখতার হোসেনসহ কয়েকজন ব্যবসায়ী সম্প্রতি সংঘটিত এক ছিনতাই ও হামলার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় রাবার ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেনের উপর হামলা চালিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকা এবং রাবার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অভিযোগ, আলোচনার মাঝেই ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন নজরুল মিয়া। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তিনি আচমকাই আখতার হোসেনের উপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করেন। হামলায় আখতারের শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে গুরুতর আঘাত লাগে। মারধরের একপর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ঘটনার পর উপস্থিত ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকজন দ্রুত আহত আখতার হোসেনকে উদ্ধার করে কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে উন্নত চিকিৎসার জন্য টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় পরপর দুটি হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে থানা সংলগ্ন এলাকায় এমন ঘটনা ঘটায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত নজরুল মিয়া ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন। তাঁর সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং তাঁকে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি হামলার প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার নেপথ্যের সমস্ত দিক *পাঁচের পাতায় দেখুন*

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধিতে জনরোষ রাজপথে ক্ষোভে উগরে দিল কংগ্রেস

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি-সহ একাধিক জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সরব হল সদর জেলা কংগ্রেস। এই দাবিগুলিকে সামনে রেখে আগরতলায় বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কংগ্রেস। বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে শহরে প্রতিবাদ মিছিলও অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে মিছিলটি শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বিক্ষোভ সভায় *পাঁচের পাতায় দেখুন*

চোরের নিশানায় মন্দির, ভোরে উঠে চোখ কপালে ভক্তদের

কালের আলো প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৮ জুন ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিধাই থানাধীন মোহনপুর বিধানসভার আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালিকামুড়া পূর্ব পাড়ায় অবস্থিত শ্রীশ্রী নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দিরে দুষ্কৃতীদের হামলা এবং চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবা সকালে মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় ভক্তরা মন্দির খুলতে গিয়ে ভাঙচুর ও চুরির ঘটনার বিষয়টি দেখতে পান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার গভীর রাতে বা সোমবার ভোরের কোনও এক সময় দুষ্কৃতীরা মন্দিরে প্রবেশ করে তাণ্ডব চালায়। মন্দিরের ভেতরে বিভিন্ন সামগ্রী এলোমেলো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। দুষ্কৃতীরা মন্দিরে থাকা প্রায় চার ভরিরও বেশি ওজনের একটি রূপার চেইন চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার খবর দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বহু মানুষ মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের হামলা ও চুরির ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

মন্দিরের পুরোহিত জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে মন্দিরে পূজার প্রস্তুতি নিতে এসে তাঁরা দেখতে পান মন্দিরের ভেতরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পরে খতিয়ে দেখে রূপার চেইনটি খোয়া যাওয়ার বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে।

শ্রীশ্রী নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দির ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুব্রত সরকার ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করে বলেন, এটি শুধু চুরির ঘটনা নয়, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের সামিল। তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। পাশাপাশি সিধাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলেও তিনি জানান।

ঘটনার খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ মন্দির এলাকা পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে। আশপাশের এলাকায় সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

এলাকাবাসীর দাবি, ধর্মীয় স্থানে এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা রুখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও *পাঁচের পাতায় দেখুন*

ধর্মনগরে স্করপিও থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুন ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানার অন্তর্গত বটরশি এলাকা থেকে ১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে একটি স্করপিও গাড়িও জব্দ করা হয়েছে। তবে অভিযানের আগেই গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে নাগাদ গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর আসে যে বটরশি এলাকার একটি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন স্থানে সাদা রঙের স্করপিও গাড়ি (নম্বর-এএস০৪আর৪৫৪৯) ব্যবহার করে মাদক পাচার করা হচ্ছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং ধর্মনগর থানাকে জানানো হয়।

এরপর ধর্মনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়। সেখানে সন্দেহভাজন স্করপিও গাড়িটি পাওয়া গেলেও গাড়ির ভেতরে কাউকে দেখা যায়নি। পরে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি সাবানের কেসের ভেতর রাখা ১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ মাদকদ্রব্যসহ গাড়িটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনায় ধর্মনগর থানায় এনডিপিএস *পাঁচের পাতায় দেখুন*

রোদের তাপে পুড়ছে বৃষ্টিবিধ্বস্ত ফসল ঋণ শোধের চিন্তায় নির্ঘুম রাত কৃষকদের

কালের আলো প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৮ জুন ।। একদিকে টানা বৃষ্টি, অন্যদিকে হঠাৎ প্রখর রোদপ্রকৃতির এই বৈরী আচরণে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার কৃষকদের। মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সবজি ফসলে পচন ধরার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন বহু কৃষক। ফসল বাঁচানো এবং ঋণের বোঝা সামাল দিতে সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো কুমারঘাট মহকুমাতেও একনাগাড়ে বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বৃষ্টির প্রকোপ কিছুটা কমতেই দেখা দিয়েছে তীব্র রোদ। আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ফটিকরায় এলাকার কৃষ্ণনগর, রাধানগর, আসাম বস্তি, গঙ্গানগর, শ্রীপুর, রাতাছড়া-সহ বিভিন্ন কৃষিপ্রধান অঞ্চলের কৃষকরা এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন।

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, টানা বৃষ্টির কারণে জমিতে জল জমে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। তার উপর এখন প্রচণ্ড রোদের তাপে গাছ শুকিয়ে যাওয়া এবং পচন ধরার আশঙ্কা বেড়েছে। ফলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফটিকরায়ের কৃষ্ণনগর এলাকার কৃষক প্রদীপ পাল জানান, ধার-দেনা করে তিনি বেগুন, ঝিঙে, মরিচ-সহ বিভিন্ন সবজির চাষ করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে অধিকাংশ গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন আবার রোদের তীব্রতায় সেই গাছগুলো আরও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, “কৃষিকাজ করেই সংসার চালাই। বাজার থেকে ধার করে বীজ, সার কিনেছি। ফসল নষ্ট হয়ে গেলে ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে না। সরকার যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে কিছুটা স্বস্তি পাব।”

একই সুর শোনা গেল এলাকার আরেক কৃষক জয়ন্ত পালের কথায়। তিনি জানান, শসা, ঝিঙে, মরিচ, ঢেঁড়স-সহ বিভিন্ন সবজির চাষ করেছেন তিনি। কিন্তু লাগাতার বৃষ্টি ও পরবর্তী প্রখর রোদে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাঁর কথায়, “প্রতি বছর ফসল বিক্রি করে ধার-দেনা শোধ করি। কিন্তু এবার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে খরচের টাকাও উঠে আসবে কি না সন্দেহ। সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বিশেষ সহায়তার আবেদন জানাচ্ছি।” *পাঁচের পাতায় দেখুন*

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক গোবিন্দ দেবনাথ কর্তৃক সাহাপাড়া, বনকুমারী, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০৪ থেকে প্রকাশিত।
প্লেনেট কম্পিউটার, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৬৫৮৭৬৬২ । সম্পাদক ঃ গোবিন্দ দেবনাথ

Owner, Publisher & Printer : Gobinda Debnath. Published from Sahapara, Bankumari, Jogendranagar, Agartala, West Tripura - 799004.
Printed from Planet Computer, Laxminarayan Bari Road, Agartala, West Tripura - 799001. Contact- 9436587662. Editor : Gobinda Debnath

CMYK